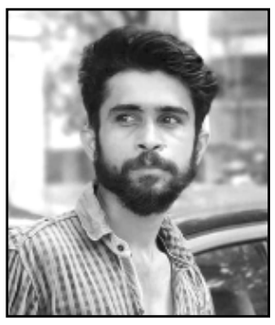

সরকার বিরোধিতার শাস্তি

মুম্বাইয়ে জনপ্রিয় র‍্যাপ শিল্পীর বিরুদ্ধে সরকার বিরোধিতার জন্য এফআইআর দায়ের করল পুলিস।

পৃষ্ঠা ৫

কালান্তর

কলকাতা সংস্করণ

১৩৮ বছর পরে

যুক্তরাষ্ট্রের এক পরিবারে ১৩৮ বছর পর জন্ম হল কন্যা সন্তানের।

পৃষ্ঠা ৭

৫৬ বর্ষ ❑ ১৮১ সংখ্যা ❑ ১০ এপ্রিল, ২০২৩ ❑ ২৬ চৈত্র ১৪২৯ ❑ সোমবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily ● **KALANTAR** ● Year 56 ● Issue 181 ● 10 April, 2023 ● Monday ● **Total Pages 8** ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

অবরোধ প্রত্যাহার কুড়মিদের

স্টাফ বিপোর্টার ঃ অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার কুড়মিদের। দীর্ঘ ৫ দিন রাজ্য সড়ক পথ, রেল পথে অবরোধ করেন তাঁরা। রবিবার কুড়মি সমাজের স্পষ্ট দাবি, মানুষের কথা ভেবে অবরোধ প্রত্যাহার করলাম, কিন্তু আন্দোলন চলবে। এছাড়া তাঁরা আরও জানান, রাজ্যের প্রস্তাব মানছেন না তাঁরা। নিজেরাই এই অবরোধ প্রত্যাহার করলাম।

রাজ্যের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে কুড়মি সমাজের বেশ কয়েকটি সংগঠন, প্রতিবাদে পথে নেমেছে। এই কুড়মি সমাজের একটি সংগঠনের পক্ষে কৌশিক মাহাতোর দাবি, ১৯৫১ সালে আমাদের এই জাতিকে উপজাতি কোটা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, কোনও কারণ ছাড়াই। সেই জন্য ২০১৫ সালে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তুলি। এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় উপজাতি লিস্টে নথিভুক্ত করতে পারে কেন্দ্র সরকার। আন্দোলনের পরে ২০১৭ সালে সেই সিআরআই রিপোর্ট রাজ্যের তরফে পাঠানো হয়, সেই রিপোর্টে অনেক গাফিলতি আছে।

গত বছর, ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কুড়মি সমাজ আন্দোলনে নেমেছিল। কিন্তু সেসময় সরকারের প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ ও আন্দোলন তুলে নেন তাঁরা। বুধবার কুড়মি আন্দোলনের এক নেতা শ্রীকান্ত মাহাতো বলেন, রাজ্য সরকার সেপ্টেম্বর মাসে বলেছিল ৩ মাসের মধ্যে সিআরআই রিপোর্টটা ঠিক করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তারপর থেকে ৬ মাস হয়ে গেল পাঠায়নি। এভাবে ৬ বছর আমাদের অবহেলা করছে রাজ্য।

হোয়াটসঅ্যাপে ছড়ানো হচ্ছে ছদ্ম ইতিহাস

এনসিইআরটি'র সমালোচনায় ইতিহাসবিদরা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তরপ্রদেশের দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যবই থেকে মোগল সাম্রাজ্যের অধ্যায় বাদ দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং(এনসিয়ারটি)-এর পরামর্শ মেনে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এর পরই শিক্ষার গেরুয়াকরণের অভিযোগে বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। এবার এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল দেশের বহু ইতিহাসবিদকে। রোমিলা থাপার, জয়তী ঘোষ, মৃদুলা মুখোপাধ্যায়, ইরফান হাবিব ও আরও বহু ইতিহাসবিদ একটি বিবৃতি পেশ করেছেন এই বিষয়ে। তাঁদের দাবি, এভাবে ইতিহাস মুছে তৈরি করা হচ্ছে 'ছদ্ম ইতিহাস'। পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছদ্ম ইতিহাসকে ছড়িয়েও দেওয়া হচ্ছে। ঠিক কী বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে? ইতিহাসবিদদের দাবি, অতিমারি ও লকডাউনের সময় যেহেতু স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল, সেই সময় সিলেবাস কম করার কথা বলে এনসিইআরটি ইতিহাস থেকে বহু অধ্যায় বাদ দিতে শুরু করে। সেভাবেই বাদ পড়েছে মুঘল সাম্রাজ্যের কথা। বাদ পড়েছে ২০০২ গুজরাট দাঙ্গা, জরুরি অবস্থার মতো বহু অধ্যায়। আর এই ভাবে নানা অধ্যায় বাদ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ছদ্ম ইতিহাস। প্রসঙ্গত, এই বিতর্কে এনসিইআরটিও সাফাই দিয়েছে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, সিলেবাস বদল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং মহামারীর কারণে অতিরিক্ত চাপে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা হয়েছে। তাঁদের উপর থেকে সিলেবাসের অতিরিক্ত বোঝা লাঘব করা হয়েছে। আর এখানেই ইতিহাসবিদদের প্রশ্ন, এনসিইআরটির বইয়ের নতুন সংস্করণ থেকে কেন মুঘল অধ্যায় বাদ দেওয়া হল? এখন যেহেতু আর লকডাউনের পরিস্থিতি নেই, সেখানে স্কুলের বই থেকে সিলেবাস কমানোর কী যুক্তি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে বরাবরই মোদি সরকারের সমালোচক ওই ইতিহাসবিদদের।

অনুব্রতের খাশতালুকে আজব কান্ড

ছিল রেললাইন, হয়ে গেল শুনসান ফাঁকা জমি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাইকেল, মোটর সাইকেল, সোনাদানা চুরির কথা শুনেছেন। কিন্তু তা বলে আস্ত রেললাইন চুরির কথা শুনেছেন কখনও? সেটাই হয়েছে বীরভূমে। ৩০ টিরও বেশি রেললাইনের কাটা টুকরো পুলিস ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একেবারে অনুব্রতের খাসতালুকে আজগুবি কাণ্ড! তবে তিনি অবশ্য বর্তমানে তিহার জেলে রয়েছেন। কিন্তু শনিবার রাতে বীরভূমের কাঁকড়াতলা থানার কৈথি গ্রামে এক ঝোপ জঙ্গল থেকে এই রেললাইনের টুকরোগুলি পুলিস উদ্ধার করেছে।

শনিবার রাতে রেলপুলিস ও কাঁকড়তলা থানার পুলিস এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। এরপরই কৈথি গ্রামের দুই বাসিন্দা শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে জেরা করে রেললাইনে খবর মেলে। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিসের ধারণা এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। সেকারণে পুলিস এলাকায় আরও তল্লাশি চালাচ্ছে।

আসলে এটি অন্ডাল ও পলাশস্থলীর লাইন। তবে এই পথে বর্তমানে আর রেল চলে না। কিন্তু রেললাইন পাতা রয়েছে। মূলত কয়লাখনি এলাকা হওয়ার জন্য এখানে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এই পরিত্যক্ত রেললাইনের দিকেই নজর পড়েছিল চোরেদের। কিন্তু কাঁকড়তলা গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছিল কিছু রেললাইন আচমকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠছিল, আচমকা রেললাইন কোথায় যাচ্ছে? এরপরই সেই রহস্যের সমাধান হল।

এরপর স্থানীয় থানার পুলিসের সহযোগিতায় রেলপুলিস তদন্তে নামে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলে। গোপন সূত্র মারফ পুলিস খোঁজখবর নেয়। এরপর দেখা যায় আসলে রেললাইন এখান থেকে চুরি করে কেটে ফেলা হচ্ছে। সম্ভবত রেললাইন চুরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার তাল করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেকারণেই তারা রেললাইনগুলো রাতের অন্ধকারে কেটে রেখে দিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিস এলাকায় খোঁজ করে দেখছে আর কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না। পাশাপাশি কাটা রেললাইনগুলো আর কোথাও রাখা হয়েছে কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হুগলিতে সম্প্রীতির মহামিছিলে ঃ (ওপরে) সামনের সারিতে নেতৃত্ব। (নিচে) মিছিল থেকে যে দাবি উঠেছে। *ফটো ঃ নিজস্ব*

জনপ্লাবনে ভাসল হুগলির সম্প্রীতির মহামিছিল

সংবাদদাতা : সম্প্রীতির মহামিছিলে জনপ্লাবন ঘটল হুগলিতে। মহামিছিলের জনপ্লাবনে প্রায় আড়াই ঘন্টার জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে জিটি রোড। বালি ব্রিজেও যানজট হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মিছিলকে অভ্যর্থনা জানাতে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। মিছিলে অভিভূত মানুষ। এমনকি অনেকেই বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ও এত বড় মিছিল দেখা যায় নি। সিপিআই(এম), সিপিআই, এসইউসিআই(সি), সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ বামদলগুলির ডাকে এই সম্প্রীতির মিছিলে দলগুলির সভ্য, সমর্থক ও দরদীরা হাজারে হাজারে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। কোন্নগর বাটার থেকে শুরু হয়ে উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমার সামনে শেষ হওয়া এই মহামিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক পাল সহ বাম দলগুলির নেতৃবৃন্দ। রাজ্য নেতারা ছাড়াও ছিলেন জেলা স্তরের নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে গৌরী সিনেমার সামনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক দেবব্রত ঘোষ। সভায় বক্তব্য রাখেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, ফরওয়ার্ড ব্লকের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, সিপিআই(এম)-এর মহম্মদ সেলিম, এসইউসিআই(সি)'র অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের কার্তিক পাল ও অন্যান্যরা।

মোট ১১টি দল যোগ দিয়েছে এদিনের মিছিলে। গত রবিবার রিষড়ায় রামনবমীকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির আবহ তৈরি হয়, সোমবার পর্যন্ত যার রেশ চলে। সেই ঘটনার পরেই এই মিছিল ডাকা হয়।জানা গেছে, কোন্নগর বাটা থেকে শুরু হয়ে উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমার সামনে এই মিছিল শেষ হয়। এর পরে শুরু হয় একটি জনসভা। রবিবারের এই মিছিল আদতে শুরু হওয়ার কথা ছিল রিষড়ার সীমান্ত এলাকা বাগখাল থেকে। কিন্তু পুলিস সেই অনুমতি দেয়নি, ফলে আরও এগিয়ে মিছিল শুরু হয় কোন্নগর বাটা থেকে। কিন্তু তার পরেও আড়েবহরে মিছিলের যে আকৃতি দেখা যায়, তাতে দু-আড়াই ঘণ্টার জন্য একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় জিটি রোড। বালি ব্রিজেও যানজট হয়ে যায়। এদিনের মিছিলের বিপুল জমায়েত দেখে কার্যত চমকে গিয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও এত বড় মিছিল খুব একটা দেখা যায়নি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হুগলি জেলার সম্পাদক, দেবব্রত ঘোষ দ্য ওয়াল-কে বলেন, বামফ্রন্ট যখন

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ

এম আর বাঙুর হাসপাতালে উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হাসপাতালে আনা হয় কসবার বাসিন্দা আমন সাউকে। রবিবার সকালে বছর কুড়ির তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। উত্তেজনা ছড়াল হাসপাতালে ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ নতুন নয়। গত মঙ্গলবার হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয় আমন সাউকে। পরিবারের অভিযোগ সঠিকভাবে চিকিৎসা করা হয়নি। আজ সকালে হাসপাতালে তরফে বলা হয় আমন সাউয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাই নিয়েই এদিন হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে কাঠগড়ায় সরকারি হাসপাতাল। অভিযোগ, সদ্যোজাতকে মৃত বলে ঘোষণা

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

নিহতের পরিবারের হাহাকার। ইনসেটে আমন সাউ। *ফটো ঃ পূর্বাদ্রি দাস*

বৃষ্টিহীনতার কারণেই সবজির বাজার অগ্নিমূল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তাপমাত্রার ওঠানামা এবং বৃষ্টির অভাবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির উৎপাদন কমে গিয়েছে। এর ফলে পাইকারি ও খুচরো বাজারে সবজির দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ সবজি যেমন বেগুন, করলা, ঢ্যাঁড়স প্রভৃতির দাম বেড়ে কেজি প্রতি হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকার কাছাকাছি। সবজি বিক্রেতারা জানিয়েছেন, গত বছর এই সময়ে প্রায় সব গ্রীষ্মকালীন সবজির দাম ছিল প্রতি কেজিতে ৪০ টাকার কাছাকছি। তবে এবার তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বেগুনের সরবরাহ ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বেঙ্গল ভেন্ডরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে জানান, খারাপ আবহাওয়ার কারণে এ বছর সবজির উৎপাদন প্রায় ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে। এর ফলে চাহিদা ও সরবরাহে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এর আগে কখনও এই ধরনের সমস্যা হয়নি বলেই জানিয়েছেন এক সবজি চাষি। তিনি বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাপমাত্রার ওঠানামা এবং বৃষ্টির অভাব রাজ্যে সবজি উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধানের ফলে দাম বেড়েছে। কমল দে জানান, বেশিরভাগ গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। যার ফলে বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে সবজি কিনতে চাইছে না। কারণ দিনের শেষে সবজি বিক্রি না হলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানান, এর আগে এক সময় বৃষ্টিপাতের অভাবে সবজির দাম বেড়ে গিয়েছিল। হাইব্রিড জাতের সবজির উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কৃষি বিভাগের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, খারাপ আবহাওয়ার কারণে বাংলায় সবজি উৎপাদন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা উৎপাদন ও দামের ওপর নজর রাখছি। বৃষ্টির ঘাটতি দূর করতে সরকার জমিতে সেচের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইটাহারের সেই বিধ্বংসী আগুন। *ফটো ঃ সংগৃহীত*

ইটাহারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ১৬টি বাড়ি, জখম পাঁচ শিশু

সংবাদদাতা ঃ বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১৬টি বাড়ি। এই ঘটনায় পাঁচজন শিশু জখম হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইটাহারের বাড়িওল গ্রামে রবিবার দুপুর এগারোটা নাগাদ একটি বাড়িতে আগুন লাগে। পাশের বাড়িগুলিতেও সেখান থেকে আগুন ছড়াতে থাকে। বেশ কয়েকটি গবাদি পশুও পুড়ে মৃত্যু হয়। মোট ১৬ টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জখম হয় ৫ শিশু। তাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভার্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস ও দমকল বাহিনী।

ভিতরের পাতায়

❑ কেতুগ্রামে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার। পৃষ্ঠা : ২ ❑ গো-হত্যায় অভিযুক্ত হিন্দু মহাসভার চার সদস্য। পৃষ্ঠা : ৫ ❑ সিরিয়ায় ইজরায়েলের বিমান হানা। পৃষ্ঠা : ৭

কেতুগ্রামে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এবার পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের আনখোনা গ্রাম থেকে উদ্ধার হল ব্যাগ বোঝাই বোমা। শনিবার মাঝরাতে দিঘির পাড় থেকে ব্যাগ বোঝাই বোমা উদ্ধার করে পুলিস। দুটি ব্যাগে ১০টি বোমার মধ্যে ৪টি সকেট এবং ৬টি সুতলি বোমা ছিল বলে খবর। কয়েকদিন আগে আনখোনা গ্রাম থেকে দুষ্কৃতী কালু শেখকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়। কোথা থেকে এত বোমা এল? কারা মজুত করেছিল? খতিয়ে দেখছে পুলিস।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কেতুগ্রামে বোমা উদ্ধার হয়েছে। আর তা নিয়ে আলোড়ন পড়ে যায়। কেতুগ্রামের আনখোনা ফুটবল খেলার মাঠের পাশ থেকে উদ্ধার নাইলনের ব্যাগ ভর্তি বোমা। রাতেই খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। কেতুগ্রামের আনখোনা গ্রামের ফুটবল মাঠে ফুটবল খেলছিল ছেলেরা। তখন যুবকরা দেখতে পায় একটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে মাঠের পাশে। সেটার কাছে গিয়ে দেখে ব্যাগের মধ্যে রয়েছে সুতলি জড়ানো বোমের মতন পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কেতুগ্রাম থানায়। কেতুগ্রাম থানা থেকে পুলিস এসে দেখে ব্যাগের মধ্যে রয়েছে তাজা বোমা।

মুখরক্ষার্থে এই ঘটনায় বামেদের দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি পাকানোর জন্যই বোমাগুলি মজুত করেছিল বামেদের লোকজন। আর বামেদের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে কালু শেখ তাঁদেরই সমর্থক। যদিও জেলা সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, সিপিএম করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আর পুলিস তাঁকে ফাঁসিয়েছে।

বোমা উদ্ধার হওয়ার জায়গাটিকে ঘিরে রেখে খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুরের বম্ব স্কোয়াডকে। রবিবার সকালে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে দুর্গাপুর থেকে আসে বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। কে বা কারা বোমাগুলিকে রেখে গেল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কেতুগ্রাম থানা। স্বাভাবিকভাবেই কেতুগ্রামের আনকোনা মাঠে বোমা উদ্ধার ঘিরে আলোড়ন পড়ছে এলাকায়। আগেও এখান থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বৌমা অপছন্দের, অপহরণ করালেন শাশুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুপারি দিয়ে ছেলের বউকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। যাদের এই সুপারি দেওয়া হয় তারা বারুইপুরের একটি বাড়িতে ওই গৃহবধূকে দু'দিন আটকে রাখে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত শাশুড়ি। আর ওই অপহরণের জাল ভেদ করে বৌমা বেরিয়ে আসায় গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসে। এই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস শাশুড়িকে গ্রেফতার করে।

পুলিস সূত্রে খবর, ধৃত শাশুড়ির নাম পরী মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে ৩৬৩, ৩৬৫, ৪১৯, ৩৮৬ এবং ১২০বি ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিস। তবে অপহরণকারীরা পলাতক। গৃহবধূকে কিডন্যাপ করানোর জেরে ২ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। জেরা করা হচ্ছে শাশুড়িকে। এমনকী গৃহবধূর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস।

কেমন করে অপহরণ করা হয়েছিল? সূত্রের খবর, ওই গৃহবধূকে পুলিস পরিচয় দেয় দু'জন যুবক-যুবতী। এমনকী বারুইপুরের পুলিস সুপারের অফিস থেকে আসছি বলে গৃহবধূকে তুলে নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ ছিল না। অপহরণ করে ওই গৃহবধূকে বারুইপুরের একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়। পরবর্তী নির্দেশ পেলে সেই মতো কাজ করার জন্যই আটকে রাখা হয় গৃহবধূকে। ওখান থেকে একজনের সাহায্যে তিনি বেরিয়ে চলে আসেন তিনি। তারপর এই ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয় নরেন্দ্রপুর থানায়।

এই ঘটনা এখন গোটা সোনারপুর এলাকায় চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর ওই গৃহবধূ অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের পর থেকেই আমার উপর নানা অত্যাচার করা হতো। তবে এমন অপহরণ কাণ্ড ঘটাবেন সেটা বুঝতে পারিনি। কয়েকজন ছেলে-মেয়ে এসে আমায় তুলে নিয়ে যায়। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসে থানায় অভিযোগ করেছি।' ২০১৫ সালে বিয়ে হয় গৃহবধূর। গৃহবধূর বাপের বাড়ি সোনারপুরেই। তাঁদের একটি সন্তানও আছে। ছেলের বউকে পছন্দ ছিল না ননদ, শাশুড়ির। তাই গৃহবধূর স্বামীকে নেশাগ্রস্ত করে রাখা হতো বলে অভিযোগ। গত ৬ মাস ধরে তার স্বামী কোথায় তা জানেন না ওই গৃহবধূ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

ছাত্রী গণধর্ষণে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল হুগলিতে। ওই ছাত্রীকে স্প্রে করে অচৈতন্য করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর রাতভর গণধর্ষণ করা হয় ওই ছাত্রীকে বলে অভিযোগ উঠল হুগলির পোলবায়। যদিও ছাত্রীটি সকালে নিজেই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরে বলে খবর। তবে এই নির্যাতনের ঘটনায় পোলবা থানায় গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। গণধর্ষণের তদন্তে নেমেছে পুলিস। আর ইতিমধ্যেই মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। মামলা দায়ের হয়েছে পকসো আইনের ধারায়।

ছাত্রীটির পরিবার সূত্রে খবর, গতকাল সন্ধ্যায় টিউটোরিয়াল থেকে বাড়ি ফেরেনি ছাত্রীটি। রাত সাড়ে ৮টা বেজে গেলেও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজখবর শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। টিউটোরিয়ালের শিক্ষককে ফোন করেন ছাত্রীর মা। তখন জানতে পারেন এদিন যে পড়ানো হবে না সেটা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাত ১টা নাগাদ পোলবা থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। তারপর আজ রবিবার সকালে নিজেই সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরে নির্যাতিতা ছাত্রী।

পুলিসকে নির্যাতিতা ছাত্রীর অভিযোগ, শনিবার বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে পথ আটকায় বিজন। বিজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ছাত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন তার নাকে স্প্রে করে অচৈতন্য করা হয়। স্থানীয় একটি আমবাগানে বিজন তাকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর অচৈতন্য অবস্থায় সারারাত ধর্ষণ করা হয়। বিজনের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক ছিল। ভোরবেলায় জ্ঞান ফিরলে ছাত্রী দেখতে পায় তার সাইকেল পাশে পড়ে রয়েছে। অভিযুক্তরা ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত থাকায় সেখান থেকে পালিয়ে আসে নির্যাতিতা। পোলবা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রবিবাসরীয় সকালে হুগলি জেলায় এটাই চর্চিত হচ্ছে। এলাকার মোড়ে এই গণধর্ষণ নিয়ে নিন্দা করছেন সকলে। ছাত্রীর বাবা বলেন, আজ ভোর ৫টা নাগাদ আমার মেয়ে বাড়িতে ফিরেছে রক্তাক্ত অবস্থায়। ওই যুবকরা ওকে রাজহাটের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। যুবকদের মধ্যে একজন আমার মেয়ের পরিচিত। বাকিরা নয়। এই ঘটনাটি নিয়ে হুগলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) আমনদীপ জানিয়েছেন, ওই কাণ্ডে সবাই ধরা পড়বে। জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। নির্যাতিতার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে।

মূল্যবৃদ্ধি, গণতন্ত্র হত্যা, ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে
স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবিতে
বেনিয়ম ও টাকা লুটের প্রতিবাদে
সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বামফ্রন্টের ডাকে
জেলা শাসক দপ্তরের সামনে

অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ

১০ এপ্রিল সোমবার
বেলা ১২টা ৩০মিনিট থেকে বিকেল ৫ টা
বক্তা ঃ স্বপন ব্যানার্জি, মহম্মদ সেলিম, সুভাষ নস্কর, সুজন চক্রবর্তী, ডলি রায়

বাংলা নববর্ষের আগে শেষ রোববারে গড়িয়াহাটায় চৈত্র সেলের ভিড়। *কালান্তর*

অনুমতি ছাড়া লক্ষাধিক টাকার গাছ কাটার অভিযোগ খোদ প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অনুমতি ছাড়া পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের সালেপুর ২ অঞ্চলে। ঘটনাস্থলে আরামবাগ থানার পুলিস। এমনকি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নানা রাজনৈতিক বিতর্ক।

জানা গিয়েছে, সালেপুরের বসন্তবাটি পশ্চিমপাড়া এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত অধিকারী। বেশ কয়েকদিন আগেই পঞ্চায়েতের তরফে গাছ কাটার নির্দেশ দেন তিনি। এমনকি শুরু হয়ে যায় সেই গাছ কাটার কাজও। তবে সেই গাছ কাটার জন্য বন দফতরের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকেও এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। পাশাপাশি এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও সালেপুর ২ নং পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত অধিকারী এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ওই এলাকায় পিএইচই প্রকল্পের পাইপ লাইন করার জন্য গাছ কাটা হচ্ছে। পিএইচই-র পক্ষ থেকে বেশ তাড়াও ছিল। তাই লিখিত অনুমতি না পেলেও বিষয়টি মৌখিকভাবে বন দফতরকে জানানো হয়েছে।

চাকরি দেওয়ার নামে ৫ কোটি প্রতারণা গ্রেফতার কাঁথির সেই স্কুল শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে কয়েক কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা ওই স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃত স্কুল শিক্ষক দীপক জানা কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের বিচুনিয়া জগন্নাথ মন্দির বিদ্যাপীঠে ইংরাজি পড়ান।

পুলিস ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন দীপক জানা। তিনি সরকারি অফিসে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলতেন। শুধু নিজের জেলা নয়, অন্য জেলাতেও তাঁর প্রতারণার জাল বিছিয়ে ছিলেন দীপক। সম্প্রতি কাঁথি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন কাঁথির কিশোরনগরের বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ দাস, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার বাসিন্দা অঞ্জলি গুছাইত। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ওই স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে।

শুধু পশ্চিম মেদিনীপুর নয়, অন্য জেলাতেও দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে। চাকরি দেওয়া নাম প্রায় ৫ কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন দীপক। এর আগে প্রতারিতরা তাঁর বাড়িতে বিক্ষোভও দেখান। তাদের অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে কাউকে গ্রুপ ডি, কাউকে গ্রুপ সি, প্রাথমিক, কাউকে আবার উচ্চ প্রাথমিক বা নবম-দশমে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা তুলেছেন অভিযুক্ত শিক্ষক। প্রতারিতরা জানিয়েছেন, পুলিসে অভিযোগ জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। দীপক জানার বাড়ি ভুপতিনগর থানার মূলদা গ্রামে হলেও, অনেকদিন ধরে তিনি বসবাস করছেন কাঁথি শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের করকুলি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে। সেখান থেকে শুক্রবার রাতে দীপককে গ্রেফতার করে পুলিস। তার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অয়ন-কুন্তলের যোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

বাঙুর হাসপাতালে উত্তেজনা

১ পৃষ্ঠার পর করে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার পরও নড়েচড়ে ওঠে সে। বিতর্কে জড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ঘটনার তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, গত কাল দুপুর ২টো নাগাদ গড়বেতার রসকুণ্ডু গ্রামের এক মহিলা শিশুপুত্রের জন্ম দেন। গত কালই বিকেল ৫টা নাগাদ সদ্যোজাতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মাথায় স্ট্যাম্প দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে, প্যাকিং করে রাত ৯টা নাগাদ শিশুকে মৃত বলে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু শেষকৃত্যের সময় নবজাতককে নড়াচড়া করতে দেখে আঁতকে ওঠেন পরিবারের লোকজন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত শিশুকেই জীবিত বলে ঘোষণা করা হয়, এমনই দাবি। পরিবারের বক্তব্য , ৮ ঘণ্টা ধরে পলিথিনে মোড়া থাকায় সদ্যোজাতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নজিরবিহীন শাস্তি দাবি করে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছে ওই শিশুর পরিবার। তীব্র শোরগোলের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, ঘটনার তদন্ত হবে।

তোলা না দেওয়ায় অটো চালকদের মার তৃণমূল ছাত্রনেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তোলা না দেওয়ার অভিযোগে তিন অটো চালকদের বেধরক মার। মারধরের পর অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আহতদের বসিয়ে ফেসবুক লাইভ করেছে বলেও অভিযোগ। তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বেলঘড়িয়া এলাকা। কামারহাটি পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় স্থানীয় এক অটোচালক ও তার দুই বন্ধুকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে কামারহাটির তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রানা বিশ্বাস ও তার দলবলের বিরুদ্ধে।

ঘটনায় আহত হয়েছে তিন জন যুবক। আহত যুবকরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। জানা গিয়েছে ওই যুবকদের মারধর করার পরে, আহত অবস্থাতেই তাদেরকে বসিয়ে রেখে ফেসবুক লাইভ করে এই অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা। ফেসবুক লাইভে ওই ছাত্র নেতার দাবি যাদেরকে মারধর করা হয়েছে তারা তোলাবাজি করেন। স্থানিয় অটো চালকদের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি রেলযাত্রী মহিলাদের কটূক্তি করার অভিযোগও রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। লাইভে তিনি জানিয়েছেন যে এই ধরনের মানুষকে যেন প্রথমে মারা হয় এবং পরে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার এই ধরনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। তিনজন যুবকের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। আহত যুবকদের পরিবারের লোকজন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা রানা বিশ্বাসের নামে বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তৃণমূলের এই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আক্রান্ত এক অটো চালকের মা। তিনি জানিয়েছেন রাণা বিশ্বাস তোলাবাজি করেন। তাঁর ছেলে টাকা না দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি বেলঘড়িয়া থানার পুলিস। সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু না বললেও গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা রানা বিশ্বাস। এই ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব।

জনপ্লাবনে ভাসল

১ পৃষ্ঠার পর সরকারে ছিল, তখনও হুগলি জেলায় এত বড় মিছিল আমরা দেখিনি। মিছিল শেষে উত্তরপাড়ার সভায় বিমান বসু বলেন, আমি পুরো মিছিলটা হাঁটিনি। ৩৪ মিনিট হাঁটার পর পিছনে গাড়িতে উঠেছিলাম। আমি যে মিছিল দেখলাম তাতে আমি অভিভূত। এইরকম মিছিল আমি হুগলিতে দেখিনি। আগামীকাল হাওড়ার শিবপুরেও বামফ্রন্টের ডাকা এমনই এক সম্প্রীতি মিছিল আয়োজিত হবে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাস্তায় এই মিছিলকে অভ্যর্থনা জানাতে সমগ্র মিছিলের পথ জুড়ে মানুষের ঢল ও পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে।

জীবিত নবজাতককে মৃত ঘোষণা হাসপাতালের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সদ্যোজাত শিশুর দেহ কবরস্থ করতে গিয়ে চমকে উঠলেন পরিবারের সদস্যরা। শিশুটির শরীরে তখনও প্রাণ রয়েছে! জীবিত নবজাতককে 'মৃত' ঘোষণা করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। লিখে দেওয়া হয়েছে ডেথ সার্টিফিকেটও। ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এই কীর্তিতে তাজ্জব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। জানা গিয়েছে, সদ্যোজাত শিশুকে মৃত ঘোষণা করে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে পরিবারের হাতে তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু সেই শিশুর শেষকৃত্য করতে গিয়ে দেখা যায় সে জীবিত, তখনও শ্বাস চলছে। তড়িঘড়ি সেই শিশুকে আবার নিয়ে এসে ভর্তি করা হয় ঘাটাল হাসপাতালে। সেই শিশুকে পুনরায় ভর্তি নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসক। যদিও পরিবারের দাবি আবারও হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসক। পরিবারের দাবি আবারও হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা গিয়েছে। এমন নজিরবিহীন ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে সরব শিশুর পরিবার।

জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি হন মনলিশা খাতুন নামে এক গৃহবধূ। দুপুর দুটো নাগাদ তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। যদিও সেই শিশুটি সময়ের অনেক আগেই (প্রি ম্যাচিওর) হয়েছে বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। বিকেল পাঁচটা নাগাদ শিশুটির পরিবারকে জানিয়ে দেওয়া হয় ওই নবজাতক মারা গিয়েছে।

মাথায় মৃত স্ট্যাম্প দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে প্যাকিং করে রাত নটা নাগাদ শিশুকে পরিবারের হাতে তুলে দেন চিকিৎসক। পরে বাড়ি ফিরে শিশুকে কবরস্থ করতে গিয়ে সকলেই দেখেন শিশুটি জীবিত, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। তড়িঘড়ি ফের নিয়ে আসা হয় হাসপাতলে। ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া শিশুকে ফের আইসিইউ-তে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়। জানা গিয়েছে, পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুর। এমনটাই দাবি স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক এবং শিশুর পরিবারের। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। জেলাস্তরে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। কমিটি হাসপাতালে এসে তদন্ত করে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখবে। গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই প্রসঙ্গে পরিবারের অভিযোগ, 'একটা শিশুর মৃত্যু দু'বার হয় কীভাবে? সেই উত্তর আমরা স্বাস্থ্য দফতর থেকে চাই। সুপার গোটা ঘটনার দায়ভার নিক। এই ঘটনার তদন্ত ভালো করে হোক। আমাদের হাতে মৃত বলে তুলে দেওয়ার পর আমরা যখন কবরস্থ করতে যাই সে বেঁচে আসে। আবার হাসপাতালে ভর্তি করি। এখন আমাদের বলছে সে মারা গিয়েছে।

উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাদক-বিরোধী অভিযানে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। ৩৫ কেজি গাঁজা সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ ও বারাসাত থানার পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসতের হৃদয়পুর মোড়ের কাছে বন্ধ পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে পুলিস। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের রবিবার বারাসত জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির নাম টিঙ্কু শেখ ও আখতার শেখ। অভিযুক্ত দু'জনই মুর্শিদাবাদের রানীনগরের বাসিন্দা। পুলিস আরও জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এসটিএফের-র কাছে খবর ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে গাড়ি করে গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছে। এমনকি সেই গাঁজা বারাসতের হৃদযপুর মোড়ের কাছে বন্ধ পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় হাত বদলও করা হবে। সেই মতো এসটিএফ বারাসত থানার পুলিসকে নিয়ে গাড়ি তল্লাশি করে ওই দুজনকে আটক করে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের বাকি পাণ্ডাদেরও ধরার চেষ্টা করছে পুলিস।

রবিবার ছিল উষ্ণতম এপ্রিল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ তাপমাত্রার পারদ যেন চড়চড় করে বেড়ে চলেছে। রোদের তেজে একেবারে নাজেহাল অবস্থা রাজ্যবাসীর। দহনে পুড়ছে শহর কলকাতাও। এপ্রিল মাসেই রেকর্ড গরম। পরিসংখ্যান বলছে, সাত বছরের মধ্যে উষ্মতম এপ্রিল মাস অনুভব করতে চলেছেন কলকাতাবাসী। ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছবে কলকাতা ও আশেপাশে এলাকার তাপমাত্রা বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর। পাশাপাশি তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে। তাপপ্রবাহ হতে পারে কলকাতাযও। বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই।

গরম থেকে বাঁচতে আলিপুর চিড়িয়াখানার মধ্যে বাঘটি ডোবার মধ্যে ঝাঁপ দেয়। *ফটো ঃ কালান্তর*

প্রকৃতি পরিবেশের ডায়েরি

করোনার উৎস নিয়ে নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন চিনা বিজ্ঞানীরা

পর্যবেক্ষক

চিনে করোনা মোকাবিলায় সদা সতর্কতা। *ফটো ঃ এএফপি*

চিনের একটি বাজার থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল বলে শুরু থেকে আলোচনা আছে। ওই বাজার থেকে তিন বছরের বেশি সময় আগে সংগ্রহ করা নমুনা বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। চিনের একটি গবেষক দলের তৈরি করা ওই গবেষণা প্রতিবেদনটি নেচার সাময়িকীতে প্রকাশ হয়েছে।

২০২০ সালে সংগ্রহ করা আলামত বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত এটিই প্রথম গবেষণা প্রতিবেদন যা পিয়ার রিভিউ (অন্য বিজ্ঞানীকে দিয়ে মূল্যায়ন করানো) করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের উৎস এবং কীভাবে ছড়াল, তা জানতে বিভিন্ন গবেষণায় চিনের উহানের হুয়ানান বাজারের কথা-ই সবচেয়ে আসছে।

প্রতিবেদনে বাজারে বিক্রি হওয়া প্রাণীর সঙ্গে ভাইরাসটির সংযোগ কী, তা দেখানো হয়েছে। কীভাবে করোনার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তা জানতে বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন প্রতিবেদনটি দিকনির্দেশনা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নমুনায় ভাইরাস পাওয়া গেছে, সেগুলোতে বন্য প্রাণীর জেনেটিক উপকরণও ছিল। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, করোনাভাইরাস যে শুরুতে আক্রান্ত পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে, তা এ প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে আরও জোরালো হয়েছে।

তবে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে কেন তিন বছর সময় লেগেছে, তা স্পষ্ট নয়। বাজারের বিভিন্ন দোকান, খাঁচা এবং যন্ত্রপাতি থেকে এসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

চিনের গবেষক দলটি ফেব্রুয়ারিতে অনলাইনে তাদের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপন করে। তবে বাজার থেকে সংগৃহীত এসব নমুনা পরীক্ষা করে কী তথ্য পাওয়া গেছে, তা নিয়ে তখন বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। সম্প্রতি তা নেচার সাময়িকীতে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়। এর আগে অন্য বিজ্ঞানীরা তা যাচাই করেছেন।

২০২০ সালে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আগে বিজ্ঞানীদের তোলা ছবিতে দেখা গেছে, হুয়ানান বাজারে র‍্যাকুন কুকুরসহ বিভিন্ন প্রাণী বিক্রি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাজারের যেসব জায়গায় বন্য প্রাণী বিক্রি করা হতো, সেখান থেকে সংগৃহীত নমুনায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। তাদের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যেসব প্রাণী থেকে করোনাভাইরাস ছড়ায় বলে সন্দেহ করা হয়, বিশেষ করে র‍্যাকুন কুকুরের মতো প্রাণী এসব এলাকায় জীবন্ত অবস্থায় বিক্রি হয়।

তবে চিনা গবেষকেরা বলেছেন, কীভাবে করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরু, সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাননি। পরিবেশ থেকে সংগৃহীত নমুনা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, এসব প্রাণী আক্রান্ত ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শুধু প্রাণী নয়, বাজারে আসা আক্রান্ত কোনো মানুষ থেকে করোনা ছড়ানোর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ডেভিড রবার্টসন করোনাভাইরাসের উৎসস্থল সম্পর্কে জানতে ২০২০ সাল থেকে গবেষণা করছেন। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবার্টসন বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে জরুরি তথ্যগুলো এখন প্রকাশ হয়েছে, যা ব্যবহার করে অন্যরা কাজ করতে পারবে।

গবেষণা প্রতিবেদন

অতিরিক্ত কিছুই ভালো না, এমনকি অক্সিজেনও না

বিশেষ প্রতিনিধি

ধূলিমুক্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেনের জন্য। *ফটো ঃ সংগৃহীত*

বিশুদ্ধ বাতাসে বুকভরে শ্বাস নিতে কে না চায়। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন শরীরের ক্ষতি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর গ্লাডস্টোন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের করা এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, অতিরিক্ত অক্সিজেন কোষের ক্ষতি করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষতির দিক নিয়ে করা গবেষণাটি গত মাসে প্রকাশ করা হয়েছে।

মানুষের তো বটেই, অক্সিজেন দরকার হয় ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন প্রাণীর এমনকি গাছপালারও অক্সিজেন দরকার হয়। এ অক্সিজেন থাকে মূলত বাতাসে। বায়ুমণ্ডলের ২০-২১ শতাংশ অক্সিজেন। এতে মানুষের প্রয়োজন মেটে। বাতাসে অক্সিজেন কমে এলে মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বাতাসে অক্সিজেন কম থাকলে বা বাতাস থেকে প্রয়োজনমতো অক্সিজেন নিতে না পারলে রক্তে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। এ পরিস্থিতিকে বলা হয় হাইপোক্সেমিয়া। হাইপোক্সেমিয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

গ্লাডস্টোন ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা বলছেন, বায়ুমণ্ডলে ২১ শতাংশের বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। গ্লাডস্টোন ইনস্টিটিউট একটি স্বাধীন ও অলাভজনক বায়োমেডিকেল গবেষণা সংস্থা। অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবহারবিষয়ক তাদের এ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গত মাসের প্রথমার্ধে মলিকুলার সেল নামের সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, লোহায় যেমন মরিচা পড়ে, তেমনি অতিরিক্ত অক্সিজেনের কারণে মানুষের কোষে থাকা প্রোটিন বা আমিষের পরিবর্তন হয়। কোষের আমিষে লোহা ও গন্ধক থাকে।

গবেষকেরা পরীক্ষাগারে মানুষের কোষ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিছু কোষের ক্ষেত্রে বাতাসে ২১ শতাংশ অক্সিজেন ব্যবহার করেছেন। কিছু কোষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বাতাসে ৫০ শতাংশ অক্সিজেন। এরপর তাঁরা কোষের অতি ক্ষুদ্র অংশে কী পরিবর্তন হয়, তা দেখার চেষ্টা করেন।

গবেষকেরা বলছেন, লোহায় মরিচা ধরার মতো কোষের প্রোটিনেও মরিচা ধরার মতো পরিস্থিতি হয়।

এর ফলে কোষের মানের অধঃপতন ঘটে। পরিণতিতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি তৈরি হয়।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অক্সিজেন ব্যবহারের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নজরে আসছে মূলত কৃত্রিম অক্সিজেন বা মেডিকেল অক্সিজেনের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে। যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন আলাদা করা হচ্ছে এবং সেই অক্সিজেন মানুষ ব্যবহার করছে। করোনা মহামারির সময় মেডিকেল অক্সিজেনের ব্যবহার বেড়েছে। অনেকের বাড়িতেও এখন অক্সিজেন তৈরির যন্ত্র আছে। তবে অনেকে মেডিকেল অক্সিজেনের ব্যবহার সঠিকভাবে জানেন না। পরিমাণমতো অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের দরকার হয়। গবেষকেরা বাতাসে ৩০ শতাংশ অক্সিজেন দিয়েও পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাতে কোষ অক্সিজেনযুক্ত (অক্সিডাইজড) হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। অক্সিজেনযুক্ত হওয়ায় কোষ পুরোপুরি কাজ করে না। অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেক গবেষণা হচ্ছে। তবে গ্লাডস্টোন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের কারণে কোষের পরিবর্তন নিয়ে এ ধরনের গবেষণা এটাই প্রথম।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় কেঁচোর অবদান কম নয়

আধুনিক যন্ত্র ও রাসায়নিক নির্ভর কৃষিপদ্ধতি আখেরে মাটির অনেক ক্ষতি করে ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে। অথচ কেঁচোও মাটির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা তাই চাষিদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন।

বার্লিনের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ পাঠক্রমে শিশুরা এমন এক প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারছে, যা সাধারণত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও মানুষের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত জরুরি। হড়হড়ে ও কোঁচকানো আর্থওয়ার্ম বা কেঁচোর কাছে যেতে মানুষ মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু শিশুরা জানে, ভালো করে এই প্রাণী চেনা কতটা জরুরি।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী হলেও আর্থওয়ার্ম অত্যন্ত সক্রিয়। আমাদের মাটির নীচের অনেক অদৃশ্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউরোপের মতো যে সব অঞ্চলে কেঁচো বাস করে, সেখানকার মাটি ও উদ্ভিদজগতের জন্য এই প্রাণীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লাস টিচার পাউলা রিসার পড়ুয়াদের পুষ্টি চক্র সংক্রান্ত এক ওয়ার্কশিট দিয়েছেন। তাতে দেখানো হচ্ছে, আর্থওয়ার্ম কীভাবে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী খেয়ে নিয়ে সেগুলি মলে রূপান্তরিত করে। অত্যন্ত পুষ্টিকর সেই মল উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য জরুরি। শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র এই প্রাণীর অবদানের কদর করবে বলে রিসার আশা করছেন। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুদের বৃহত্তর চিত্র বোঝা উচিত। জানা উচিত, যে সবকিছু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। আমি যদি ভালো আচরণ করি, সব প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই, তখন অবশ্যই আমি আরও ভালো ও বাসযোগ্য পরিবেশ পাবো।'

প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব কেঁচো ঃ জার্মানির হালে শহরের কাছে এক গবেষণাকেন্দ্রে বিজ্ঞানীরা বিশাল আকারে আধুনিক কৃষি প্রক্রিয়ার কারণে ক্ষতির মাত্রা বোঝার চেষ্টা করছেন। বিস্তৃত এলাকার উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখছেন, জমি অন্যভাবে ব্যবহার করলে মাটির মানের কত পরিবর্তন ঘটে। জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের আরও উষ্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। ইকোলজিস্ট হিসেবে মারি স্যুনেমান বলেন, এমন শস্যের জমি আর্থওয়ার্মের জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করছে। কেঁচো মাটিতে নিয়মিত সার দেওয়া পছন্দ করে না, কারণ তার ফলে মাটির পিএইচ মাত্রা কমে যায় এবং মাটিতে অম্লের মাত্রা বেড়ে যায়। এই প্রাণীর ত্বক খুবই নাজুক। কেঁচো একটি মাত্র উদ্ভিদ খায়। ফলে একটি স্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।''

মার্টিন শেডলার প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ক। তাঁর মতে, শুকনা বছরগুলির পর ঘাসজমির উদ্ভিদ জগৎ চাষের খেতের তুলনায় অনেক ভালোভাবে সামলে উঠেছে।

শেডলার প্রায়ই গবেষণার ফলাফল অংশীদারদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, চাষিরা মাটিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার বিষয়ে অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, ব্যবস্থাপনা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনুন। অর্থা মাটির উপর যান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং ধাতব সারের মতো রাসায়নিক ব্যাঘাত ঘটিয়ে মাটির প্রাকৃতিক পুষ্টিচক্র নষ্ট করবেন না। তাছাড়া কীটনাশক ব্যবহার করলেও মাটির নিজস্ব জৈব জগতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়।''

ইকোলজিস্ট হিসেবে মারি স্যুনেমান মনে করেন, এমন খেতে বীজ বপন করা উচিত, যেখানে জীববৈচিত্র্য বেশি। অনেক ধরনের ঘাস, লতাগুল্ম, সবজি থাকলে ভালো।''

স্কুলের শিক্ষার্থীরা ঠিক সেই নীতি হাতেনাতে প্রয়োগ করছে। মাটির দেখাশোনার অর্থ কেঁচো ও অন্যান্য জীবের যত্ন নেওয়া। সেগুলিই বীজ বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

সবচেয়ে গভীর জলের মাছ

৮ হাজার ৩৩৬ মিটার গভীরে পাওয়া গেল মাছের সন্ধান।
ছবি ঃ টুইটার থেকে

নতুন গভীর জলের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। একে বলা হচ্ছে জুভেনাইল ফিশ, যা স্নেলফিশেরই একটি ধরন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জাপানের ইজু-ওগাসাওয়ারা ট্রেঞ্চে এই মাছ পাওয়া গেছে। ট্রেঞ্চের পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে ৮ হাজার ৩৩৬ মিটার গভীরে এই মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর আগে ২০১৭ সালে ৮ হাজার ১৭৮ মিটার গভীরে একই ধরনের মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেটা ছিল মারিয়ানা ট্রেঞ্চে। বলা হয়ে থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থানটি মারিয়ানা ট্রেঞ্চে। এখানে সমুদ্রের গভীরতা ১০ হাজার ৯৩৫ মিটার। ধারণা ছিল, এই খাদের গভীরে যেসব মাছের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলোই সবচেয়ে গভীর জলের মাছ। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের গবেষণায় নতুন তথ্য উঠে এল। জাপানের ইজু-ওগাসাওয়ারা ট্রেঞ্চে মাছের সন্ধানে গবেষণা করছিল অস্ট্রেলিয়ার পার্থের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার একটি দল। এই দলে রয়েছেন অধ্যাপক অ্যালান জেমিসন। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, সেখানকার পানি তুলনামূলক গরম। তাই সেখানে মাছ থাকে। অধ্যাপক অ্যালান বলেন, সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন স্নেলফিশ নিয়ে আমরা ১৫ বছর ধরে গবেষণা করছি। স্বাভাবিকভাবে যে গভীরতায় মাছ পাওয়া যায়, তার চেয়ে গভীরে থাকে এই মাছ। কিন্তু সবচেয়ে গভীরে যে মাছের সন্ধান পাওয়া গেল, তা আসলেই অবাক করার মতো। তিনি বলেন, মারিয়ানা ট্রেঞ্চে যে গভীরতায় আমরা মাছের সন্ধান পেয়েছিলাম, তা ৮ হাজার মিটারের আশপাশে। সেখানের মাছের উপস্থিতি কম ছিল। কিন্তু জাপানে যেখানে এই মাছের সন্ধান পাওয়া গেল, সেখানে সংখ্যা বেশি।

সারা বিশ্বে স্নেলফিশের তিন শতাধিক প্রজাতি পাওয়া যায়। তবে এর অধিকাংশই অগভীর জলে বাস করে। শারীরিক গঠনের কারণেই এই মাছ সমুদ্রের গভীরে এত চাপ থাকার পরও বাস করতে পারে।

কালান্তর
সম্পাদকীয়
৫৬ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ❑ ২৬ চৈত্র ১৪২৯ ❑ সোমবার

সাবাশ কেরালা

কেন্দ্রের মোদি সরকার এনসিইআরটি-কে দিয়ে তার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএসের) এজেন্ডা অনুযায়ী দেশের পাঠ্য বিষয় (সিলেবাস) ক্রমে পাল্টেই চলেছে। যাতে সর্ব জাতি- ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে ভারতীয় উপমহাদেশের গড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়ার, যুগোত্তীর্ণ পরীক্ষিত ঐতিহ্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, প্রগতি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তির কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকে। প্রশ্নহীন, চিন্তাহীন, যুক্তিহীন, পশ্চাদমুখী এবং শাসকের, মৌলবাদের ও কর্পোরেটদের মনোবাসনার এক জড়ভরত প্রজন্ম গড়ে তোলা যায়। এর বিরুদ্ধে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, যুক্তিবাদী, সমাজকর্মী এবং সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলই প্রতিবাদ করছেন। তবে, এরমধ্যে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপটি ঘোষণা করেছেন কেরালার বাম-গণতান্ত্রিক সরকার। শনিবার কেরালা সরকার বলেছেন যে তাঁদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সিলেবাসের বিকল্প পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করবেন। যা উপরোক্ত ভাবধারা অনুযায়ী যুগোপযোগী হবে। অভিনন্দন কেরালার বাম-গণতান্ত্রিক সরকার। শুধু এই কারণে নয় যে সকলেই যখন কেন্দ্রীয় পদক্ষেপে বিভ্রান্ত, সকলেই যখন প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ, বিকল্প কি কিছু বলছেন না তখন কেরালা সরকারের এই ঘোষণা তাতে হিম্মৎ দেখালেন, লড়বার পথ দেখালেন। কেরালার সিদ্ধান্ত আরও একাধিক কারণে বর্তমান সময়ে অসীম গুরুত্বপূর্ণ।

এর নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের সাংবিধানিক সংস্থান প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় লড়াইয়ের অধিকার প্রয়োগের লড়াই। যদিও কেন্দ্রের মোদি সরকার কতদিন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠিমোই বজায় রাখবেন তাও প্রশ্নের মুখে। তবু যতক্ষণ আছে তা ব্যবহার করে অতিকেন্দ্রীক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যেকোনো লড়াইই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার লড়াইকেও শক্তিশালী করে।

শিক্ষা ভারতে বর্তমানে যুগ্ম তালিকায় (কনকারেন্ট লিস্ট) পড়ে (১৯৭৬ সালের পর)। আগে তা রাজ্য তালিকারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে, সিলেবাস কি হবে তাতে কেন্দ্রীয় যেকোনও নির্দেশ থাকলেও কোনো রাজ্যের অন্য সিলেবাস দেবার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। বিষয় হল কেরালা যে পথ দেখালেন অন্যান্য যেসব রাজ্য কেন্দ্রীয় সিলেবাসের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন তাঁরাও কেন সেই পথ ধরুন। বর্তমানে মোদি- শাহ্'র রক্তচক্ষু, ভীতি প্রদর্শন, ব্ল্যাকমেইল সত্ত্বেও নানা ইস্যুতে বিরোধীদের জোট বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু করতে দেখা যাচ্ছে। সেই সহমতও কেন্দ্রীয় ঐ সিলেবাস ফতোয়ার বিরোধিতা করেছেন। তাহলে, সেখান থেকেও কেরালার মতো বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকে বিকল্প সিলেবাসের বই প্রকাশের প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে। তাহলে, মোদির অপসারণ ঘটাতে পারলে বিরোধীরা যে মোদির বিকল্প নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন তার আস্থা গড়ে উঠবে।

কিন্তু, মহামতি গোখেলের (আজ বাংলা যা ভাবে ভারত ভাবে আগামীকাল) বাংলার কি হবে? যিনি বা যার দল নাকি একমাত্র বিজেপি রুখতে চান এবং সেই ক্ষমতাশালী তাঁদের শাসিত বর্তমান বাংলা সরকারের পক্ষে তো এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ পরিলক্ষিত নয়। উল্টে, এনসিইআরটি'র বিগত সার্কুলারের সঙ্গে সংগতি রেখে পশ্চিমবাংলাতেও বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে সন্ত্রাসবাদী লেখা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র রাজ্যপালের সর্বেসর্বা ক্ষমতার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু'র ডিএমকে সরকার যখন উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা আচার্য- রাজ্যপালের কাছ থেকে নিয়ে রাজ্য সরকারের প্যানেলকেই প্রধান করে আইন করেছে। মমতা তখন সেসবের মধ্যে না গিয়ে নিজেকে আচার্য করার প্রস্তাব এনেছেন। কখন? যখন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদের সুস্পষ্ট দাবি হল আচার্য এবং উপাচার্যদের অবশ্যই শিক্ষাবিদ হতে হবে। তখন মমতা সরকারের ঐ পদক্ষেপ বিজেপি'র হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে 'শিক্ষায় রাজনীতিকরণ' বলে। তৃণমূল যদি প্রকৃতই বিজেপি বিরোধী ভূমাকায় থাকতে চান তাহলে তাঁদের বিজেপি'র বিকল্প পথে হাঁটতে হবে। নিজের রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্তত কেরালা সরকারের মতো এনসিইআরটি'র বিকল্প সিলেবাসের বই প্রকাশ করে সদিচ্ছার প্রমাণ দিন তাঁরা। নতুবা, মোদি-দিদি এক হ্যায় স্লোগান আরও জোরালো হবে, বিরোধীদের এবং বিশেষ করে বাংলার মানুষের থেকে যে আরও বিচ্ছিন্ন হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চন্দননগরের গড়ে ওঠার কথা, বেড়ে ওঠার বিবরণ

সুরাজ পাল

আগামীকাল ১১ এপ্রিল। ১৯৫২ সালের এই দিনটিতেই ফরাসি পার্লামেন্টে চন্দননগরের হস্তান্তর চুক্তি অনুমোদন লাভ করেছিল। চন্দননগরের সঙ্গে মিশে আছে ফরাসি অনুষঙ্গ। কিন্তু চন্দননগর মানেই কি ফরাসি উপনিবেশ? এটা ঠিকই যে অনেকেই চন্দননগর বলতে ফরাসি চন্দননগরকেই বোঝেন, কিন্তু এটা বোঝা দরকার ফরাসিদের আগমনের আগেও তো চন্দননগর ছিল। দ্যুপ্লে আসার অনেক আগে থেকেই চন্দননগর ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে-- পাকাবাড়ি, পাকা রাস্তা, বাণিজ্যনগরীর নানান কাজও শুরু হয়ে যায়। চন্দননগরের ধূসর অতীতের বুক থেকে ভেসে আসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, কামানের গর্জন, বাণিজ্য-নৌকার দাঁড়ের আওয়াজ, কীর্তন ভাসান গান, যাত্রা-পাঁচালির রব, ফরাসি জাতীয় সঙ্গীতের সুর আর নদীস্রোতের কালজয়ী শব্দ। চন্দননগর নিয়ে এত গৌরচন্দ্রিকার কারণ সম্প্রতি হাতে আসা একটি বই। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত চন্দননগরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বইটিতে রয়েছে চন্দননগরের গড়ে ওঠার কথা, বেড়ে ওঠার বিবরণ।

ইতিহাসলেখক হিসেবে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত নাম। সাম্মানিক স্নাতক স্তরের অনেক ইতিহাসের ছাত্রই তাঁর লিখিত ইউরোপের বিবর্তন (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) বইটি পড়েছেন। চন্দননগরের ভূমিপুত্র হিসেবে চন্দননগরের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। ইতিপূর্বে তাঁর চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, চন্দননগরের প্রাক্-ঔপনিবেশিক ইতিহাস, চন্দননগরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস শিরোনামে একাধিক লেখা প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে।

চন্দননগরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বইটিতে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে চন্দননগরের বিবর্তনকে ধরা হয়েছে। শুরুতেই আছে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ইতিহাস। সরস্বতী ও হুগলি, দুই নদীর প্রবাহপথ ও গতিময়তা চন্দননগর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। বোড়কিষণপুর, খালিসানি আর গোন্দলপাড়া-- এই তিনটি গ্রাম নিয়েই চন্দননগরের উত্থান ঘটে। বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনসামঙ্গল কাব্য, কবিরাম রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থ এবং মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই গ্রামগুলির উল্লেখ রয়েছে। ধীবর, হাড়ি, পাইক, মালো, কৈবর্ত, নিকিরি, বাগদি, ডোম, চাষি-- এঁরাই ছিলেন চন্দননগরের আদি অধিবাসী। সরস্বতী নদীতীরে খলিসানি গ্রামকে কেন্দ্র করে ধীবর রাজার প্রভাবাধীন একটি অঞ্চল ছিল। ধীবর রাজার পর এক কায়স্থ রাজবংশের উত্থান ঘটে এই অঞ্চলে। করুণাময় বসু ছিলেন সেই বংশের উত্তরপুরুষ। তিনিই খলিসানিতে বিশালাক্ষী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বোড় অঞ্চলে চাঁদ সদাগর, মতান্তরে শ্রীমন্ত সদাগরের মতো বণিক মন্দির স্থাপন করায় এখানে বণিকদের সমাগম বেড়েছিল। সুপ্রাচীন বুড়োশিবের মন্দির তৈরি হয়েছিল এখানেই। গোন্দলপাড়াতে ছিল চুনশ্রমিকদের বসতি। শুধু তথ্য নয়, রয়েছে সেই তথ্যের বিশ্লেষণও। তবে এটাও ঠিক, চন্দননগরের ভৌগোলিক চেহারা তুর্কি শাসন অবধি দানা বাঁধেনি মুঘল শাসনে তা পূর্ণতা পায়।

ফরাসিদের আগমনের মধ্যে দিয়েই আধুনিক চন্দননগরের শুরু। ইতিহাস বলে, ১৬৭৩ সালে ফরাসি সাহেব দ্যুপ্লে এখানে বাণিজ্যকুঠী নির্মাণ করেন। ১৬৮৮ সালের মধ্যেই

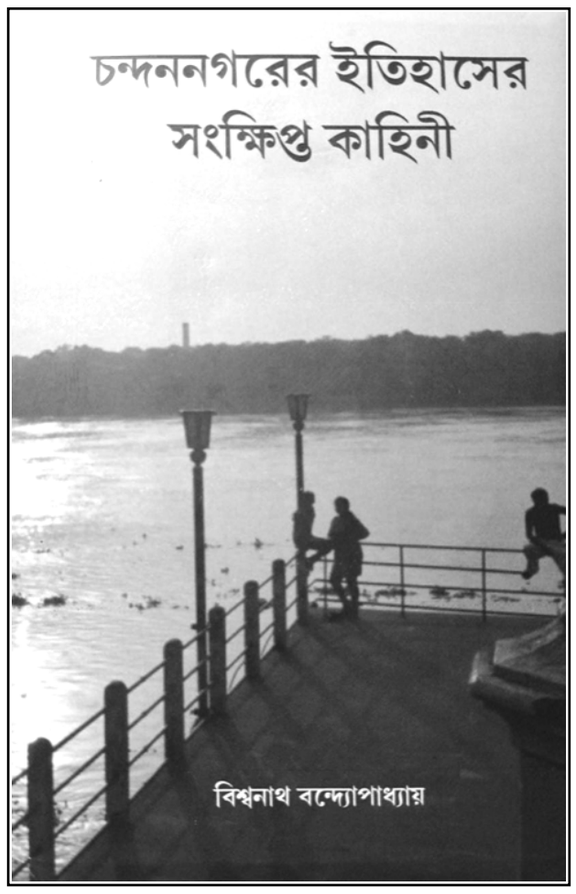

ফরাসিরা স্বনামে বা বেনামে ৯৪২ হেক্টর জমি কিনে মুঘল বাদশাহের কাছে পাকাপাকিভাবে কুঠি তৈরির অনুমতি আদায় করে নেয়। ১৬৯৬ সালে ফরাসি দুর্গ ফোর্ট-দ্য-অরলাঁ তৈরি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফরাসি কোম্পানিতে কর্মরত হিন্দু-মুসলমান কর্মচারীদের এই জমিতে বসবাসের ব্যবস্থা করলে সহজেই তারা প্রজা বনে যান। তাঁতি, কুম্ভকার, সূত্রধর, সৈনিক, লস্কর প্রভৃতি বৃত্তির মানুষের সংখ্যা এই সময়ে বেড়েছিল। আবার বর্গী আক্রমণ থেকে রক্ষা, ফরাসি নিরাপত্তা বলয়, বাণিজ্যিক বিস্তার, চৈতন্যকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার, সরস্বতী নদী শীর্ণকায়া হওয়া, সপ্তগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস ও মনোরম জলবায়ুর কারণে চন্দননগরের প্রতি বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দূর দূর থেকে গ্রামীণ ধনিক শ্রেণির আগমন এখানকার শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ৬ বছর চন্দননগর দখল করে রেখেছিল ব্রিটিশরা। মন্দির, মসজিদ ও গির্জা ছাড়া শহরের সব বড় বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তারা। জানা যায়, মোট চারবার চন্দননগর দখল করেছিল ব্রিটিশ সেনা। তাই ব্রিটিশদের প্রতি চন্দননগরের মানুষের ছিল তীব্র ঘৃণা।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে চন্দননগরের অবদান অসামান্য। রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চন্দননগর। ১৮৮২ সালে চন্দননগর থেকে একটি পত্রিকা বের করতেন তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পত্রিকায় নাগরিক স্বাধীনতার কথা জোরের সঙ্গে বলা হত। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চন্দননগরের একদল মানুষ গড়ে তোলেন সপথাবলম্বী সম্প্রদায়। এঁদের নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। এঁদের কাজ ছিল দেশপ্রেমের প্রচার, শরীরচর্চা, পুণ্যার্থীদের ও দুঃস্থদের সাহায্য করা। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)কে কেন্দ্র করে গোটা চন্দননগর জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। গোপনে তরুণ বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন দ্যুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়। এই সময়েই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বান্ধব সম্মিলনী। ১৯০৭ সালের পর থেকে চন্দননগরে যুগান্তর দলের প্রভাব বাড়তে থাকে। এরপর, মতিলাল রায় ১৯১৪ সালে প্রবর্তক সংঘ প্রতিষ্ঠা করলে চন্দননগর প্রকৃত অর্থে হয়ে ওঠে বিপ্লবতীর্থ। এটা যেমন সত্য যে ফরাসি ডমিনিয়নের মধ্যে থাকায় ব্রিটিশ পুলিসকে চন্দননগরে তল্লাশি করতে হলে অনুমতিপত্র নিতে হত যাতে বিপ্লবীরা এখানে আত্মগোপনের সুযোগ পেতেন তেমনি এটাও সত্য যে ফরাসি মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভাল চন্দননগরে স্বদেশী প্রচার বন্ধ করার হুকুমনামা জারি করেছিলেন বা ফরাসী পুলিস চারুচন্দ্র রায়কে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এই সময় চন্দননগরের কয়েকটি স্থানে ভারতের পতাকা উড়লেও সে ছিল ফরাসিদের অধীনে। সেই সময়ে চন্দননগরের বামপন্থীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তুলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। অবশেষে ১৯৪৯ সালের গণভোটে চন্দননগরের মানুষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৫০ সালে ডি-ফ্যাক্টো ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভারত সরকারের হাতে চন্দননগর অর্পণ করা হলেও চন্দননগর মার্জার অ্যাক্ট ১৯৫৪ অবধি অপেক্ষা করতে হয় একে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হতে। এই দীর্ঘ সময়ে নানা দ্বন্দ্বের মধ্যে চন্দননগরের বিশিষ্ট প্রগতিশীল নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হয় প্রথমে সাময়িকভাবে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট, পরে স্থায়ী গণমঞ্চ, ইউনাইটেড সিটিজেনস কমিটি।

কিছু মুদ্রণপ্রমাদ বাদ দিলে সহজ-সরল ভাষায় চন্দননগরের প্রাক্-ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং স্বাধীনতা-পর্বের কাহিনী জানতে গেলে পড়তেই হবে এ-বই।

চন্দননগরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রথম প্রকাশ-- অক্টোবর, ২০২০।
প্রকাশক-- পরিবেশ একাডেমী, চন্দননগর।
মূল্য- ১৮০ টাকা।

মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই গ্রামগুলির উল্লেখ রয়েছে। ধীবর, হাড়ি, পাইক, মালো, কৈবর্ত, নিকিরি, বাগদি, ডোম, চাষি-- এঁরাই ছিলেন চন্দননগরের আদি অধিবাসী। সরস্বতী নদীতীরে খলিসানি গ্রামকে কেন্দ্র করে ধীবর রাজার প্রভাবাধীন একটি অঞ্চল ছিল। ধীবর রাজার পর এক কায়স্থ রাজবংশের উত্থান ঘটে এই অঞ্চলে। করুণাময় বসু ছিলেন সেই বংশের উত্তরপুরুষ। তিনিই খলিসানিতে বিশালাক্ষী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বোড় অঞ্চলে চাঁদ সদাগর, মতান্তরে শ্রীমন্ত সদাগরের মতো বণিক মন্দির স্থাপন করায় এখানে বণিকদের সমাগম বেড়েছিল। সুপ্রাচীন বুড়োশিবের মন্দির তৈরি হয়েছিল এখানেই। গোন্দলপাড়াতে ছিল চুনশ্রমিকদের বসতি। শুধু তথ্য নয়, রয়েছে সেই তথ্যের বিশ্লেষণও। তবে এটাও ঠিক, চন্দননগরের ভৌগোলিক চেহারা তুর্কি শাসন অবধি দানা বাঁধেনি মুঘল শাসনে তা পূর্ণতা পায়।

রামধনুর রঙের মতোই জীবনের বর্ণালি ফুটে ওঠে নানান গল্পে

সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য

আলোকরশ্মির সাদা রঙের গভীরে মিশে আছে বর্ণালি। সাতটি আলাদা আলাদা রঙ ফুটে ওঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত এক মাধ্যম। ঠিক যেমনটা হয় বৃষ্টিকণা মেশা বাতাসে। সেই জলীয় বাতাসে সূর্যের আলোর প্রতিসরণ ঘটলে দেখা দেয় রামধনু। আমাদের জীবনটাও তো আসলে আলোর মতোই। খালি চোখে সব সময় ধরা না গেলেও মাঝে মাঝেই ছোট-বড় ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা আমাদের চিনিয়ে দেয় জীবনের নানা রঙ। সলিল চক্রবর্তীর সার্থকনামা গল্পগ্রন্থ রামধনু মানুষের প্রতিদিনের জীবনের এমন অনেক পরিচিত বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। ছাপোষা জীবনের কাহিনি, অসুখে, অর্থসংকটে, মানসিক টানাপোড়েনে মানুষের সংগ্রাম, সামাজিক সম্পর্কগুলির ভাল-মন্দ, মানবচরিত্রের নানা স্তর, নানান মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক প্রবণতাই এই বইয়ের গল্পগুলির উপজীব্য। কখনও আকস্মিক প্রাপ্তি, কখনও বা ঠকে যাওয়া, কখনও স্বার্থহীন বন্ধুত্ব, কখনও আবার বিশ্বাসঘাতকতা-- এই সবই যে জীবনের উপহার। বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, বিভিন্নতা আর দ্বন্দ্বই তো জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই বাস্তব শিক্ষাটাই দিয়ে যায় গল্পগুলি।

দু'-চারটে গল্পের কথা বলি। নিঃসঙ্গ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন অহংকারের লড়াইতে বাবা মায়ের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ঘটনা কিভাবে প্রভাবিত করেছে সন্তান অনুশ্রেয়ার জীবনকে। ছোটখাটো স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ভুল বোঝাবুঝি পিতা-কন্যার স্নেহের সম্পর্কেও ধরিয়েছে ফাটল। সব হারানোর পর থেকে গেছে শুধু বৃথা অনুশোচনা। মানুষ যে কতসময়ই নিজের মনগড়া ধারণা আর একপেশে ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে অন্যকে বিচার করে মস্ত ভুলের পথে পা বাড়ায়, সেকথা অনুশ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করবেন পাঠকরাও। এরই বিপরীতে রয়েছে এ প্লেটোনিক লাভ স্টোরি-র অপু আর কমলা। সামাজিক বাধ্যতার কারণে তাদের ভালবাসা কোনোদিন বিবাহে পূর্ণতা না পেলেও, অন্তরে তা ছিল খাঁটি ও নিঃস্বার্থ। বাসস্ট্যান্ডে এক ছিনতাইবাজ কীভাবে প্রতারণা করে রিয়ার ব্যাগ থেকে সোনার বালা চুরি করে নিল, সে গল্পও যেমন শুনিয়েছেন লেখক, তেমনই রয়েছে এক বিরাট মনের অধিকারী কারখানার শিশুশ্রমিক আব্বাসের গল্পও। ছোট্ট হাতে কাঠের কাজ ক'রে উপার্জনের সব অর্থ সে বিনা ভাবনায় তুলে দিতে পারে প্রতিবেশী দিদির হাতে বিবাহের জন্য। আবার বৈপরীত্যে ভরা আর একটি গল্প স্বর্গ দর্শন। সরল মনের অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিরঞ্জনবাবু ও দয়াময়ীদেবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজনে রাখা সব টাকাপয়সা চুরি করার পরিকল্পনা করতে একবারও কুণ্ঠিত হয়নি সন্তানসম রেশমি আর সমর। কিন্তু সারাজীবন গুণ্ডা ও সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত উমেশের মন এক নিমেষে গলে গেছে পিতৃমাতৃসম এই দম্পতিকে দেখে। নিরঞ্জনবাবুর চিকিৎসার জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার পর দয়াময়ী দেবীকে সবরকম ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে উমেশ। শিউলি গল্পে ফুটে উঠেছে ইটভাটার শ্রমিক রসুল মোল্লার

জীবনসংগ্রামের কাহিনি। তারই সঙ্গে এই গল্পে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ছোট্ট ছেলে ফটিকের। তার কোমল মনের ছোটখাটো স্বপ্ন, কল্পনাবিলাসিতা, পরোপকারিতা ও সামান্য দুষ্টুমির স্বাদ পাওয়া যাবে পর পর তিনটি গল্পে।

ফুলমণি এক গ্রাম্য বধূ। দারিদ্র্য ও অসুস্থতা কেড়ে নিয়েছে তাঁর স্বামী ও সন্তানের প্রাণ। ফুলমণি তাই হারিয়ে ফেলেছিলেন মানসিক ভারসাম্য। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বশে গ্রামবাসীরা ডাইনি সন্দেহে ফুলমণিকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। প্রশাসনের উদ্যোগে ফুলমণির প্রাণ বেঁচে গেলেও তার পরবর্তী কয়েক বছরের বেঁচে থাকা ছিল নরকযন্ত্রণার সমান। সেই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ফুলমণি কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়ান এবং সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্যে এগিয়ে আসেন সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে ফুলমণি আখ্যানের পরপর দুইটি পর্বে। আরও অনেক শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দিতে এক মস্ত সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন ফুলমণি।

অন্য এক লড়াইয়ের গল্প অধিকার। এই লড়াই পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই। উন্নয়নের নামে যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদন করে সড়ক নির্মাণ রুখে দিতে এগিয়ে আসেন রঞ্জিত চক্রবর্তী। কুড়ি বিঘা জমির বাগান চক্রবর্তী বাড়ির। সেই জমি অধিগ্রহণ করে বাগান ধ্বংস করতে চায় জাতীয় সড়ক পরিবহণ দপ্তর। আইনি লড়াই চলতে চলতে দেখা যায় দলিল অনুযায়ী বাগানের মালিক আসলে চক্রবর্তীরা নন। বাগান রেজিস্ট্রি করে দেওয়া আছে গাছপালা ও পশুপাখিদের। দলিলে বলা হয়েছে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো এই বাগানের গাছপালা ও পশুপাখিরাই বংশ পরম্পরায় বাগানটি ভোগদখল করবে। তাদের হয়ে চক্রবর্তী পরিবার সেই বাগানের দেখাশোনা করবে মাত্র। কোনো গাছ কাটা অথবা বাগান বিক্রয় করার অধিকার কারুর নেই। রঞ্জিতবাবুর লড়াইয়ের পাশাপাশি তাঁর পূর্বপুরুষের এই দূরদর্শিতাও পাঠকের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।

গল্পে গল্পে বাংলা নববর্ষের হারানো ঐতিহ্য, বিভেদের বিষে বিনষ্ট হওয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে স্মরণ করিয়েছে এই বই। শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলার ভাষা-শহিদদের। কিন্তু থেকে গেছে প্রশ্নের অবকাশও। বেশ কয়েকটি গল্পে বাস্তুবিদ্যা, তন্ত্রসাধনা, ভূত-প্রেত, আত্মা, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকত্বের প্রচার কি যুক্তিবাদী চিন্তার বিরোধী নয়? কুসংস্কারের বশে ফুলমণির সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের অথবা বিসর্জন গল্পের প্রতিমাশিল্পী আনসারের প্রতি হওয়া বৈষম্যের প্রতিকার করা বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়বে যদি আমরা অন্তর থেকে সবরকম অন্ধবিশ্বাস ও অবিজ্ঞানকে মুছে ফেলতে না পারি। সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ একথা সত্য। কিন্তু এই দর্পণের কাজ একমুখী নয়। সমাজের চিত্র যেমন ফুটে ওঠে সাহিত্যের ভাষায়, তেমনই সে ভাষ্য আবার ফিরে যায় পাঠকের মধ্য দিয়ে সমাজের কাছে। সমাজভাবনার প্রতি সাহিত্যিক তাঁর দায় এড়াতে পারেন কি? এই অনুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখকের সাবলীল শৈলী, ভাবনার নূতনত্ব ও বিষয়বৈচিত্র্য অবশ্যই পাঠকের মনে এক ভাললাগা তৈরি করে। প্রতিভা চক্রবর্তীর চমৎকার প্রচ্ছদটিও গল্পগ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

রামধনু, সলিল চক্রবর্তী, জনমন, কলকাতা
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০২২, মূল্য ঃ ২০০ টাকা।

উত্তরপ্রদেশে অভিযুক্ত হিন্দু মহাসভার চার সদস্য

গরু কেটে চার মুসলিমের নামে দোষ চাপিয়েছিল

লখনউ, ৯ এপ্রিল ঃ নিজেরাই গরু জবাই করে দোষ চাপিয়ে ছিল ৪ জন নিরপরাধ মানুষের নামে, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসে মুসলিম। রামনবমীর দিন গরু জবাই করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল ৪ জনের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিসি তদন্তে উঠে আসে অন্য কথা। তারপরেই মিথ্যে এফআইআর করা, এবং গরু জবাই করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আরও সাতজনের নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ, যাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু মহাসভার জাতীয় মুখপাত্র সহ চারজন সদস্য।ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। আগ্রা পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আরকে সিং জানিয়েছেন, রামনবমীর দিন অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভার নেতা তথা জিতেন্দ্র কুমার পুলিসকে ফোন করে জানায়, গৌতম নগর এলাকায় সে ৪ জনকে প্রকাশ্যে গরু জবাই করতে দেখেছে। কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েই পালিয়েছে রিজওয়ান, ও তার ৩ ছেলে নকীম, ভিজ্জু এবং শানু নামে ওই ৪ অভিযুক্ত। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় পুলিস। দেখা যায়, কাটা অবস্থায় তখনও সেখানে পড়ে রয়েছে গরুটি। এরপরেই ৪ জনের নামে এতমাদুল্লাহ থানায় উত্তরপ্রদেশ প্রিভেনশন অফ কাউ স্লটার আইনের ধারা অনুযায়ী এফআইআর দায়ের করা হয়। কিন্তু তদন্ত শুরু হতেই উঠে আসে সম্পূর্ণ অন্য তথ্য। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিস নিশ্চিত নয়, রিজওয়ান ও তাঁর ছেলেরা আদৌ এমন কিছু করেননি। যে এলাকাটিতে গরু জবাই করা হয়েছিল, রামনবমীর দিন আদৌ সেখানে যাননি তাঁরা। এরপরেই তদন্ত চালিয়ে গত ৬ এপ্রিল ইমরান ওরফে ঠাকুর এবং সানু ওরফে ইল্লি নামে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গরু জবাই করার জন্য ব্যবহৃত একটি ছুরিও উদ্ধার করা হয়। জেরার মুখে অভিযুক্তরা স্বীকার করে, হিন্দু মহাসভার জাতীয় মুখপাত্র সঞ্জয় জাট, জিতেন্দ্র কুমার সহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে হাত মিলিয়েই রিজওয়ান ও তাঁর ছেলেদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল তারা। ইমরান এবং সানু তদন্তকারীদের জানিয়েছে, আগে নকীম একবার তাদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল, যার কারণে পুলিস গ্রেফতার করেছিল তাদের। সেই ঘটনার শোধ তুলতেই নকীম সহ বাকি ৩ জনকে গরু জবাই মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্তরা। ঘটনায় ধৃত দু'জন ছাড়াও হিন্দু মহাসভার ৪ সদস্য সহ আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিস। তবে তারা সকলেই পলাতক। তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।

গ্রীষ্মকালে বদলে যাচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের অফিস টাইম

বিদ্যুৎ খরচ কমাতে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল পাঞ্জাব সরকার

অমৃতসর, ৯ এপ্রিল ঃ সরকারি অফিস মানেই দশটা পাঁচটা ডিউটি। যদিও এবার সরকারি অফিস খুলবে সকাল সাড়ে সাতটায়। হঠা এমনই ঘোষণা করল পাঞ্জাব সরকার। সরকারি অফিসের এই নতুন নিয়ম সম্পর্কে ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। আগামী ২ মে থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর ২ টো অবধি কাজ হবে সরকারি দফতরে। সূত্রের খবর, বিদ্যুতের খরচ বাঁচাতেই এই পদক্ষেপ। দুপুর বেলার সময় অর্থা দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি বিদ্যুতের বেশি লোড কমাতেই এই সময়সূচীর পরিবর্তন করা হল। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, কর্মচারীদের গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচানোর জন্য না, বরং পাঞ্জাব স্টেট পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (পিএসপিসিএল) এর সর্বোচ্চ লোড ৩০০ থেকে ৩৫০ মেগাওয়াট কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের মতামত নেওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে খুশি পাঞ্জাবের সরকারি কর্মচারীরা। তাঁরাও বিকেলের আগে কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। এই সময়সূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই তবে অনেকেই আবার প্রশ্ন তুলেছেন, এই নয়া সময় সামলাতে অসুবিধায় পড়তে হবে সরকারি কর্মীদের। তবে এই সমালোচনাকে নিয়ে ভাবছে না সরকার। কারণ সরকারের ধারণা, এই পরিবর্তন থেকে সুদূরপ্রসারী লাভ করা সম্ভব হবে। মান দাবি করেছেন, ভারতে এই প্রথম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সরকারি অফিসের সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে। কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এই ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। তবে যে হারে বিদ্যু সঙ্কট দেখা দিচ্ছে দেশে তাতে এই পাঞ্জাব সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছে অনেকেই।

বেঙ্গালুরুর থানায় জমে ওঠা টাকার পাহাড় পাহারা দিতে থানায় রাত কাটাচ্ছেন পুলিস আধিকারিক

বেঙ্গালুরু, ৯ এপ্রিল ঃ নাকা চেকিংয়ের সময় দু'গাড়ি ভর্তি কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তা নিয়ে আসা হয়েছিল থানায়। তবে বেঙ্গালুরুর থানায় জমে ওঠা টাকার পাহাড় পাহারা দিতে এখন রাতের ঘুম ছুটেছে এক পুলিস আধিকারিকের। তাঁর উপরেই দায়িত্ব বর্তেছে ৪ কোটি ৭ লক্ষ নগদ টাকা পাহারা দেওয়ার। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, কর্নাটকের বেঙ্গালুর গ্রামীণ এলাকার হেব্বাগোডীতে শুক্রবার নাকা চেকিংয়ের সময় দু'টি গাড়িতে করে কোটি কোটি নগদ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখানে ডিউটিতে ছিলেন হেব্বাগোডী ফাঁড়ির পুলিস ইনস্পেক্টর বি আইয়ান্না রেড্ডি এবং পুলিস কর্মীরা। তল্লাশির সময় বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হওয়ায় গাড়ির লোকজনের দাবি ছিল, বেঙ্গালুরু থেকে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে হেব্বাগোডী, অনেকল, চান্দাপুর-সহ নানা এলাকার এটিএমের জন্য তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও পুলিসের দাবি, ওই টাকার প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখাতে পারেননি গাড়ির লোকজন।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, গাড়ির গায়ে একটি কিউআর কোডযুক্ত একটি স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক ছিল। তাতে টাকার তথ্য থাকা উচিত। তবে ওই গাড়িটিতে সেটি ছিল না। এর পর দু'গাড়ি টাকা হেব্বাগোডী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিস সূত্রে খবর, এই অভিযানের খবর পেয়ে হেব্বাগোডী থানায় গিয়ে নথিপত্র খতিয়ে দেখেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-সহ আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। তবে এ নিয়ে ক্যাশ রিড্রেসাল কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তত দিনে ২৪ ঘণ্টা পুলিসি নজরদারিতে থানায় জমা থাকবে কোটি কোটি টাকা। আপাতত এই দায়িত্বে থানায় রাত জাগছেন ইনস্পেক্টর বি আইয়ান্না রেড্ডি।

আদানি ইস্যুতে রাহুল গান্ধির টুইটে রাগে অগ্নি শর্মা হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল ঃ শনিবার আদানি ইস্যুতে নতুন করে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধি। প্রশ্ন তুলেছেন, আদানি গোষ্ঠীর কোম্পানিগুলিতে ২০ কোটি টাকা বেনামি বিনিয়োগ করেছিলেন কে? নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্ধ করা রাহুলের টুইট-বাণের জবাব দিলেন এবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর কথায়, শালীনতার কারণে কখনও জিজ্ঞাসা করিনি যে আপনি বোফর্স এবং ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কংগ্রেস নেতাকে হিমন্তের হুঁশিয়ারি, কোর্টে দেখা হবে। শনিবার রাহুল টুইট করেন, সত্যকে লোকাতে হবে, তাই গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরও লেখেন, প্রশ্ন এটাই যে আদানির কোম্পানিতে বেনামি বিনিয়োগের ২০ হাজার কোটি কার টাকা? নিজের পোস্টে এই সঙ্গে একটি গ্রাফিক্স শেয়ার করেন কংগ্রেস নেতা। সেখানে গুলাম নবি আজাদ, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, এন কিরণ কুমার রেড্ডি, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং অনিল অ্যান্টনির নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতেই অগ্নি শর্মা হিমন্ত। রিটুইট করেন, এটা আমাদের শালীনতা ছিল যে আপনাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিনি, বোফর্স এবং ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন। এখানেই না থেমে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, আপনি কীভাবে ওট্টাভিও কুয়াত্রোচ্চিকে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার চৌহদ্দিকে দূরে রেখেছিলেন, বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন একাধিকবার। যাই হোক আদালতে দেখা হবে। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আদানি কাণ্ডে সরব কংগ্রেস। লোকসভায় এই নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধি। আদানি-মোদি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ এনেছেন তিনি। এরপরই মোদি পদবি সংক্রান্ত মামলায় গুজরাট আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ২ বছরের সাজা শোনায় রাহুলকে। একদিন পরেই রাহুলের সাংসদ বাতিল করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। যদিও আদানি ইস্যুতে মোদিকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন রাহুল। এইসঙ্গে শনিবারের টুইটে প্রাক্তন কংগ্রেসিদের নামজুড়ে কটাক্ষ করেন তিনি। যার পালটা দিলেন হিমন্ত।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোছরের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও এবং এমডি ছন্দা কোছরের বিরুদ্ধে চার্জশিট সিবিআইয়ের। -ফাইল ফটো

মুম্বাই, ৯ এপ্রিল ঃ ৩,২৫০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও এবং এমডি ছন্দা কোছর, তাঁর স্বামী দীপক কোছর এবং ভিডিয়োকন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বেনুগোপাল ধুতের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। শনিবার জমা পড়া চার্জশিটে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-এর বি বা ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, ৪০৯ বা ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ এবং দুর্নীতি দমন আইনে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সিবিআই চার্জশিটে মোট ৯ জনের নাম দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সংস্থা এবং সংস্থার পরিচালনায় জড়িত একাধিক ব্যক্তির নাম। আপাতত চার্জশিটের তথ্য যাচাইয়ের জন্য তা দায়রা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। যাচাইয়ের পর তা বিশেষ সিবিআই আদালতে আনুষ্ঠানিক ভাবে জমা করা হবে। চার্জশিটে ছন্দা, তাঁর স্বামী দীপক এবং বেনুগোপালের পাশাপাশি নাম রয়েছে ভিডিয়োকন প্রতিষ্ঠাতার এক আত্মীয়ের। যে ব্যক্তি ঋণদানের নথিতে সই করেছিলেন।

এ ছাড়াও একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টেরও নাম রয়েছে চার্জশিটে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ঋণের অর্থ সঠিক খাতেই খরচ হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন।গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছন্দা, দীপক এবং বেনুগোপালকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এ বছর গোড়ায় জামিন পান তিন জনই। সিবিআইয়ের দাবি, ছন্দা সিইও থাকাকালীন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বেনুগোপালের ভিডিয়োকনকে ১৭০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়।

সেই অনাদায়ী ঋণের সিংহভাগই নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হয়ে যায়। অর্থা, ঋণের বেশির ভাগ অর্থ আর ব্যাঙ্কে ফিরে আসেনি। সিবিআইয়ের অভিযোগ, এই ডিল করিয়ে দেওয়ার মূল্য হিসাবে ৬৪ কোটি টাকা (কিক ব্যাক) পেয়েছিলেন ছন্দা। যা ঘুরপথে বিনিয়োগ হয় ছন্দারই স্বামী দীপকের সংস্থায়।

নন্দিনী দুধই ভাল, চাই না আমূল, কর্নাটকে ভোটের আগে দুগ্ধ যুদ্ধ

কর্ণাটকের বাজারে দুগ্ধযুদ্ধ। গুজরাটের আমূল ব্র্যান্ড বনাম কর্ণাটকের নন্দিনী ব্র্যান্ড। ফটো ঃ সংগৃহীত

বেঙ্গালুরু, ৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিম ও উত্তর ভারতের রাজ্য কিংবা উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্যে জল সব ভোটেই একটা বড় ইস্যু হয় প্রতিবার। ভোটের একমাস আগে কর্নাটকে যে দুধ এমন ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে কে জানত! সামনের মাসের ১০ তারিখে কর্নাটকে বিধানসভা ভোট। তার আগে দুগ্ধ যুদ্ধে সরগরম কন্ন।ভূম।

গুজরাতি ডেয়ারি সংস্থা আমূলের অনুপ্রবেশ নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। কর্নাটকের বাজারে প্যাকেটজাত দুধের একটিই ব্র্যান্ড চলে। তা হল নন্দিনী দুধ। কর্নাটকের কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে তা বিপণন করেন। দীর্ঘদিন ধরেই তা চলে আসছে। এবং এ ব্যাপারে কন্ন।দের মধ্যে একটা রাজ্যগত আবেগও রয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমূল ঘোষণা করে, কর্নাটকের বাজারে প্যাকেটজাত দুধ বিক্রিতে তাদের অভিষেক ঘটতে চলেছে। এর কিছুদিন আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। কর্নাটক মিল্ক ফেডারেশন এবং গুজরাত আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেডের সংযুক্তিকরণ হয়। তারপরেই আমূল ওই ঘোষণা করে।

এ হেন পরিস্থিতিতে ব্রহাত বেঙ্গালুরু হোটেলস অ্যাসোসিয়েশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা আমূলকে ঢুকতে দেবে না। অর্থাৎ হোটেল চেনে চলবে শুধু নন্দিনী দুধ।

যেহেতু আমূল গুজরাতি সংস্থা আর সেটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য-ফলে রাজনৈতিক বিষয়টিও জোরাল হয়েছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, এটা কর্নাটকের দুগ্ধ শিল্পকে শুকিয়ে মারার চেষ্টা। সমস্ত কন্ন।রে উচিত আমূল বয়কট করা। নন্দিনী দুধ আমাদের কাছে গর্বের।

সিদ্দারামাইয়া এও দাবি জানিয়েছেন, এখনই বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই হস্তক্ষেপ করুন। নইলে বুঝতে হবে কর্নাটকের দুগ্ধ শিল্পকে শুকিয়ে মারার ষ।যন্ত্র বিজেপিরই। বিজেপি অবশ্য এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি রবিবার দুপুর পর্যন্ত। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, নন্দিনী দুধের সঙ্গে কর্নাটকের প্রায় ২৮ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা যুক্ত। ভোটের আগে এমন পরিস্থিতি বিজেপির জন্য খুব একটা ভাল হবে না।

এমনিতেই নানান কারণে কর্নাটকে বিজেপি খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। এই যে সরকার চলছে সেটাও এদিক-সেদিক করে গড়া। কারণ গতবার ভোটের পর নির্বাচন-উত্তর সমীকরণে সরকার গড়েছিল জেডিএস-কংগ্রেস। এইসব সাত সতেরোর মধ্যেই দুধ বিতর্ক কর্নাটকের ভোটকে অন্য মাত্রায় নিয়ে চলে গেল।

সরকার বিরোধী গান গেয়েছেন, আবার র‍্যাপারের বিরুদ্ধে মুম্বাই পুলিসের এফআইআর

মুম্বাই, ৯ এপ্রিল ঃ সরকারের মানহানিকর গান গাওয়ার অভিযোগে মুম্বাই পুলিস এফআইআর করল এক শিল্পীর বিরুদ্ধে। উমেশ খাড়ে এলাকায় শান্তো নামে সমধিক পরিচিত। র‍্যাপধর্মী গানে তাঁর দখল এলাকায় সুবিদিত। শান্তোর বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের ওয়াডালা থানায় এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক অভিযোগটি দায়ের করেছে মুম্বাই পুলিসের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (সিআইইউ)। সম্প্রতি শান্তোর একটি র‍্যাপ ব্যাপক জনপ্রিয়তা কুড়োয়। মরাঠী ভাষায় জনতা ভোঙ্গলি কেলি গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই গানে শান্তো রাজনীতিবিদদের স্বার্থপরতা এবং সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা বলেছেন। তা নিয়েই আপত্তি সরকারের। জেনেশুনে শান্তো সরকার বিরোধী গান গাইছেন বলে মনে করে সরকার। অতএব, এফআইআর। পুলিস সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই শান্তোকে ডেকে পাঠিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গিয়েছে। আগামি দিনে আবার শান্তোকে তলব করা হলে তিনি হাজির হবেন, এই শর্তে তাঁকে বাড়ি যেতে দিয়েছে পুলিস। শান্তোর হেনস্থা নিয়ে সরব হয়েছে মহারাষ্ট্রে বিরোধী দল এনসিপি।

জনপ্রিয় র‍্যাপার শান্তোর বিরুদ্ধে এফআইআর, গত সাত দিনে এটা দ্বিতীয় ঘটনা। ছবি সংগৃহীত।

নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ টুইট করেছেন, গানে তো এমন কিছুই পেলাম না যেটাকে খারাপ মনে হয়। ও তো কারও নাম করেনি। গানের মধ্যে দিয়ে নিজের দারিদ্রকে তুলে ধরেছে শান্তো। গত বুধবারই ছত্রপতি সম্ভাজি নগরের বাসিন্দা আর এক র‍্যাপ শিল্পী রাজ মুঙ্গাসের বিরুদ্ধে অম্বরনাথ (পূর্ব) থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। দায়ের করেন স্নেহান কাম্বলে। পরিচয়, শিব সেনার যুব শাখা যুব সেনার কোর কমিটির সদস্য। অভিযোগ ছিল, রাজ বিজেপি-শিব সেনা জোট সরকারকে নিয়ে এক মিনিটের র‍্যাপ বেঁধেছেন, তা আপত্তিকর। এ ক্ষেত্রেও রাজ পেয়েছেন এনসিপি-সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের সমর্থন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই অভিযোগে পুলিস তদন্তে নামল শান্তোর বিরুদ্ধে।

জেলায় জেলায়

বিধায়কের নাম করে ফোনে টাকা চেয়ে কাজ বন্ধের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্থানীয় সূত্রে খবর মেমারি-তারকেশ্বর রোডের পাশে নিমো-২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় একটি কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। এই কাজই বন্ধের জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্যের নাম করে ২ লক্ষ টাকা চেয়ে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, মেমারি-তারকেশ্বর রোডের পাশে নিমো-২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় একটি কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। এই কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশনের মালিক কিঙ্কর মৃধা। অভিযোগ, এই কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধের জন্যই হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। বিধায়কের নাম করে চাওয়া হচ্ছে দু লক্ষ টাকা। সেই টাকা না দিলে পাকাপাকিভাবে ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ফোনে ফোনে হুমকি দিচ্ছেন এক অচেনা ব্যক্তি। ফোন আসছে দুটি নম্বর থেকে। সেই দুটি নম্বরই মেমারি থানার পুলিসকে দিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। গোটা বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হবে। অভিযুক্তদের খোঁজ মিললে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেমারি-তারকেশ্বর রোডের পাশে নিমো ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান রাস্তা থেকে কনস্ট্রাকশন সাইটে যাওয়ার রাস্তায় একটি কংক্রিটের কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এই কালভার্ট তৈরির জায়গাটিও তাঁদের নিজেদের বলেই জানিয়েছেন ওই কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশনের মালিক কিঙ্কর মৃধা।

কিঙ্কর মৃধার আত্মীয় অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, নির্মাণ কাজের জন্য সরকারিভাবে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের অনুমতি নিয়েই এই কাজটি হয়েছে। এমনকি প্রশাসনিক দপ্তরের আধিকারিকরাও এই কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশনের জায়গাটি পরিদর্শন করে কাজ করার অনুমতিও দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তা বন্ধের হুমকিতে চিন্তা বেড়েছে তাঁদের।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুন্সী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ ৭০.০০

দর্শন
দার্শনিক লেনিন ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০

ইতিহাস
ইতিহাসের ধারা ঃ সুশোভন সরকার ৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা ঃ রামশরণ শর্মা ৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য ১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা ঃ সুনীল মুন্সী ২০০.০০

সাহিত্য
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি ২৫০.০০

রবীন্দ্র সাহিত্য
রবীন্দ্র ভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ তপতী দাশগুপ্ত ১৫০.০০

কাব্যগ্রন্থ
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র ঃ ২৫০.০০

বিজ্ঞান
রাসয়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ, ভ. দ. ত্রিফোনভ ২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসনন্ধান ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)
CAA, NRC, NPR মানছি না ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন, ড. বি. কে. কঙ্গো
বিজেপির স্বরূপ (পরিবর্তিত সংস্করণ) ঃ এ. বি. বর্ধন

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings : Rs.15.00
Rise of Radicalsm in Bengal in the 19th Century : Satyendranath Pal Rs. 190.00
Peasant Movement in India 19th-20th Centuries : Sunil Sen Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu Rs. 70.00
Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita Rahula Sankrityayana : Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

পোস্ট অফিস কর্মীর রান্নাঘরে মিলল দুই হাজার আধার কার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তল্লাশি চালিয়ে পুলিস উদ্ধার করল প্রায় দু হাজার আধার কার্ড। পোস্ট অফিসে অস্থায়ীভাবে কর্মরত এক ব্যক্তির রান্না ঘর থেকেই উদ্ধার কার্ডগুলি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থানার আটুলিয়া এলাকায়। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায়। ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় হাবরা থানার পুলিস। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতেই এই আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম গৌরাঙ্গ শীল (৪৫)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিলজলা থানা এলাকার তিলজলা পোস্ট অফিসের একজন কর্মী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় দুই কিশোর খেলতে খেলতে গৌরাঙ্গ শীল নামে এক ব্যাক্তির রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে। তখনই তারা উনুনের পাশে শতাধিক আধার কার্ড পড়ে থাকতে দেখে। পরে তারা তাদের বাড়ির সদস্যদের এই বিষয়টি জানায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হাবরা থানায়। এরপরেই পুলিস এসে ওই ব্যক্তির ঘরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে আরও বান্ডিল বান্ডিল আধার কার্ড। যদিও এই ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেই গৌরাঙ্গ শীল দাবি করেছেন, সব কার্ড বিলি করা হবে। এখনো বিলি করার সময় হয়নি তাই বাড়িতে এনে রেখেছি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

পঞ্চায়েতের প্রস্তুতিতে সিপিআই'র সভা : (বাঁদিক থেকে) ঝাড়গ্রামে, কাঁথিতে, পাঁশকুড়ায়। *ফটো : নিজস্ব*

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে একাধিক সভা

সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচন এখনো ঘোষিত হয়নি, তবে শীঘ্রই ঘোষিত হতে যাচ্ছে বলেই ধারণা। তবে মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ পঞ্চায়েত দেবার লড়াইয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি কর্মসূচি চালাচ্ছে সিপিআই। এর সঙ্গে আছে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত দেশজোড়া 'বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও' পদযাত্রা। যা পশ্চিমবঙ্গে আগামী পঞ্চায়েতের প্রচারেও সহায়ক হবে। রবিবার তেমনই তিনটি সভা হয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও পাঁশকুড়া ব্লকের হাউর অঞ্চলে এবং ঝাড়গ্রামে।

পাঁশকুড়া ব্লকের হাউর অঞ্চলের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল মালিয়াড়া গ্রামে। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা নির্মল বেরা বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনা করতে গিয়ে বলেন, সর্বত্র দূর্নীতিতে ভরে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে তবে দলীয় নেতাদের। তাই এবার মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে থাকবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীকান্ত জানা, প্রশান্ত ঘোষ, আদিবাসীদের নেতা ধূমা কিসকু। সভাপতিত্ব করেন মধুসূদন মন্ডল।

কাঁথি আঞ্চলিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল কাঁথি শহরের মহুয়া লজে। দীর্ঘদিন পরে সংগঠিত এই সভায় সিপিআই সদস্যই উপস্থিত ছিলেন নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে শতাধিক। প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদক গৌতম পন্ডা দীর্ঘ বক্তব্যে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সহ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সাংগঠনিক কিছুটা পরিবর্তন করে ১৩ জনের আঞ্চলিক পরিষদ তৈরি করা হয়। তেহরান হোসেনকে নতুন সহ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ১০ জনের নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। বক্তব্য বলেন জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মনতোষ সামন্ত, আঞ্চলিক সম্পাদক খলিলউদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন স্বপন পন্ডা।

ঝাড়গ্রাম মহিলা মহাসঙ্ঘ হলে ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক সাধারণ সভায় বর্তমান রাজনৈতিক সাংগঠনিক ও এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তপন গাঙ্গুলী। এই সভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি ঘোষ, সহ সম্পাদক বিকাশ ষড়ঙ্গী, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অসিত রায় বক্তব্য রাখেন। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন গুরুপদ মন্ডল। সভার সভাপতিত্ব করেন বিভূতি মিদ্যা।

স্কুলের ভিতরে ঢুকে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মার কিন্তু কেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুলের ভিতরে ঢুকে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কেন? ঘটনার তদন্ত করছে মানিকচক থানার পুলিস। দোষীদের শাস্তির দাবি করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিস।

জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার স্কুলের ড্রয়ার থেকে প্রায় ৬০০-৭০০ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে চিহ্নিত করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদে চুরির কথা স্বীকার করতে চায়নি ওই ছাত্র। এরপর প্রথমে শাসন ও পরে মারধর করলে ওই ছাত্র চুরির কথা স্বীকার করে বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের। ঘটনা জেনে গত মঙ্গলবারই ওই ছাত্রের অভিভাবককে স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। স্কুলে পৌঁছে ছেলেকে শাসন করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায় মা।

কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ওই ঘটনার জেরে এদিন দুপুরে মিড-ডে মিল চলাকালীন স্কুলে পৌঁছায় ওই ছাত্রের পরিবারের লোকজন ও কিছু প্রতিবেশী। ছাত্রকে মারধর ও শাসন করা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রথমে বচসা বাঁধে। এরপর কথা কাটাকাটির সময়ে স্কুলের এক শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

প্রথমে স্কুলের অন্য দুই শিক্ষক মারমুখী অভিভাবকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাতে কোনও কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস। গোটা ঘটনা জানিয়ে পুলিসে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন বলেও জানান শিক্ষকেরা। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে পুলিস। এদিকে এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আক্রান্ত ওই শিক্ষিকা দেবপ্রিয়া রায়ের অভিযোগ, চুরির ঘটনায় শাসন করায় ছাত্রের মা ও বেশ কিছু আত্মীয়রা মিলে কুরুচিকর ভাষায় গালিগালাজ করছিল। হঠাৎই তাঁরা তাঁর উপরে চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। ঘটনায় তিনি পুলিসের দারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক চন্দন মিত্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, চুরির ঘটনায় ছাত্রকে শাসন করা হয়েছিল। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, বিদ্যালয়ে ঢুকে এভাবে সহকারী শিক্ষিকাকে মারধর করবে তা মোটেও ভাবতে পারেননি তাঁরা। এমন ঘটনা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না বলে সাফ কথা তাঁর। চন্দনবাবু জানান, এ নিয়ে তাঁরাও প্রশাসনের দারস্থ হবেন।

অন্যদিকে, শিক্ষিকাদের মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওই ছাত্রর মা পম্পা ঘোষ। তিনি জানান, তাঁর ছেলে মাত্র ২০ টাকা চুরি করেছিল। সেই টাকা ফেরতও দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই ছেলেকে শাসন করেছিলেন। কিন্তু, শিক্ষিকাদের কোনওরকম মারধর তাঁরা করেনি।

জোড়া বাইসনের তাণ্ডব কোচবিহারে মৃত ১, জখম ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাইসনের হামলায় মৃত এক, আহত প্রায় ৪ জন। আহতদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিস ও বন বিভাগের কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের হাড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন বর্মন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ভুট্টা ক্ষেতে দুটি বাইসন দেখতে পায় এলাকার মানুষ। বীরেন বর্মন নামের ওই ব্যক্তি তখন তাঁর বাড়ির পাশে একটি বাঁশের বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই পিছন থেকে দুটি বাইসন তাঁর উপর হামলা চালায়। ওই হামলাতেই গুরুতরভাবে জখম হন বীরেনবাবু। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও এই দুটি বাইসন কোথা থেকে এসেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে বন দফতরের কর্মীরা ওই দুটি বাইসনকে কাবু করার চেষ্টা করছে।

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের বহড়ান গ্রামে এইভাবেই ডোমেরা কুলো তৈরি করে তাদের জীবন-জীবিকা পালন করে। *ফটো : আনসার মোল্লা*

বাড়ি থেকেই উদ্ধার তৃণমূল সদস্যের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিজের বাড়ি থেকেই গলাকাটা দেহ উদ্ধার এক তৃণমূল সদস্যের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা ১ নম্বর ব্লকের পুড়শুড়ি গ্রামে। অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম বটকৃষ্ণ পাল (৫৫)। তিনি পুড়শুড়ি গ্রামেরই বাসিন্দা। পেশায় তিনি একজন কৃষক। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ তাঁর বাড়ি থেকেই তাঁর রক্তাক্ত গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বটকৃষ্ণবাবু তাঁর পুরানো মাটির বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে একটি নতুন পাকা বাড়ি করেছেন। আর সেই পাকা বাড়িতে রাতে একাই থাকতেন তিনি। সবসময়ই তিনি নিজের চাষবাস আর বাড়ি নিয়েই থাকতেন। শনিবার সকালে বটকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী অনেক ডাকাডাকি করার পর দরজা খুলে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরক্ষণেই তিনি এই ঘটনার কথা এলাকাবাসীদের জানান। স্থানীয়দের দাবি, বটকৃষ্ণবাবুকে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে চন্দ্রকোনা থানার পুলিস। তবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল তা এখনও জানা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যুক্ত কমিটির

পূর্ব মেদিনীপুর বর্ধিত জেলা কমিটির সভা ও বিদায়ী সংবর্ধনা সভা

সংবাদদাতা : শুক্রবার ৭ এপ্রিল নিমতৌড়িতে বিশ্বনাথ মুখার্জী ভবনে যুক্ত কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা তুষার কান্তি বেরার অবসরকালীন বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় এবং তার ঠিক পরেই যুক্ত কমিটির বর্ধিত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপরিউক্ত সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গন আন্দোলনের নেতা গৌতম পণ্ডা, যুক্ত কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক তাপস কুমার ত্রিপাঠী, গৌরাঙ্গ কুইল্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অবসরপ্রাপ্ত তুষারকান্তি বেরা মহাশয়ের হাতে উপহার ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন রাজ্য সম্পাদক তাপস কুমার ত্রিপাঠী, জেলা সম্পাদক অরুন কুমার ভৌমিক। তারপর বেরার কর্মজীবন ও সাংগঠনিক জীবন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে গৌতম পণ্ডা, তাপস কুমার ত্রিপাঠী, অরুন ভৌমিক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সহ কর্মীবৃন্দ। এরপর দ্বিতীয় পর্বে বর্ধিত জেলা কমিটির সভা শোক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বিভিন্ন ব্লক ইউনিটের নেতৃত্ব রিপোর্টিং করেন। জেলা সম্পাদক অরুন ভৌমিক ও সর্বোপরি রাজ্য সম্পাদক তাপস কুমার ত্রিপাঠী সবিস্তারে বর্তমানে কর্মচারী আন্দোলনের অপরিহার্যতার তাৎপর্য, বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, রাজ্য সরকারের শিক্ষা সহ সমস্ত বিষয়ে দূর্নীতি সহ কর্মচারী বিরোধী কার্যকলাপের প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন এবং সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ও চলার পথে সুচিন্তিত পরামর্শ দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য অশোক কুমার মান্না। তিনি পরিশেষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তুষার বেরাকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছেন তাপস ত্রিপাঠী।
ফটো : নিজস্ব

সিরিয়ায় ইসরায়েলের বিমান হামলা

জেরুজালেম, ৯ এপ্রিল (রয়টার্স) ঃ সিরিয়ায় রবিবার বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, শনিবার রাতভর ইসরায়েল-নিয়ন্ত্রিত গোলান মালভূমি এলাকায় সিরিয়ার রকেট হামলার জবাবে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজধানী দামেস্কের আশপাশে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

ইসরায়েলি যুদ্ধ বিমান। *ফটো ঃ এএফপি*

রাতভর সিরিয়া থেকে গোলান মালভূমির দিকে ছয়টি রকেট ছোড়ার পর সিরিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েল বলেছে, রকেট উৎক্ষেপণকেন্দ্র লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।

এ ছাড়া সিরিয়ার একটি সামরিক স্থাপনা, সামরিক রাডার ব্যবস্থা এবং গোলন্দাজ বাহিনীর চৌকিগুলোতে হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের কোনো প্রচেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না।

এদিকে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ইসরায়েলি হামলার জবাব দিয়েছে এবং ইসরায়েলের বেশ কিছু-সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। মন্ত্রণালয়টি আরও বলেছে, হামলায় কোনো ধরনের প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। শুধু কিছু সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এর আগে সিরিয়ার ভূখণ্ড থেকে রকেট ছোড়ার পর ইসরায়েল-নিয়ন্ত্রিত গোলান মালভূমির কাছের শহরগুলোতে সতর্কসংকেত বাজানো হয়। তবে এ হামলা কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ১৯৬৭ সালে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েলিরা গোলান মালভূমি দখল নেয় এবং ১৯৮১ সালে ১ হাজার ২০০ বর্গ কিলোমিটারের এলাকাটিকে নিজেদের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে।

তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকেই ইসরায়েলের এ পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দেয়নি।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, শুধু তিনটি রকেট ইসরায়েল-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পৌঁছাতে পেরেছে। এর মধ্যে দুটি রকেট খোলা জায়গায় পড়েছে এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সহায়তায় অপরটিকে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লেবাননভিত্তিক আল মায়াদিন টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরান-সমর্থিত ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের সশস্ত্র শাখা আল-কুদস ব্রিগেডস এ রকেট হামলার দায় স্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় লেবানন থেকে ইসরায়েলের দিকে ৩০টির বেশি রকেট হামলা হয়েছে।

জবাবে লেবানন ও গাজায় হামাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু এলাকায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

হুতি নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়েমেনে সৌদি-ওমানের প্রতিনিধিরা

সানা, ৯ এপ্রিল ঃ সৌদি আরব ও ওমানের প্রতিনিধিরা আলোচনার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী সানায় পৌঁছেছেন। তাঁরা ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের নেতার সঙ্গে আলোচনা করবেন। হুতি বিদ্রোহী পরিচালিত সংবাদ সংস্থা সাবা রবিবার এই তথ্য দিয়েছে বলে জানায় রয়টার্স।

সূত্রের বরাত দিয়ে সাবার খবরে বলা হয়, হুতি সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মাহদি আল-মাশাতের সঙ্গে সফররত প্রতিনিধিদলের বৈঠক হবে। বৈঠকে অবরোধ প্রত্যাহার, আগ্রাসনের অবসান, ইয়েমেনি জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে।

আল-জাজিরার খবরে বলা হয়, ইয়েমেনে বছরের পর বছর ধরে চলা সংঘাতের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ওমানের কর্মকর্তারা ইয়েমেনের রাজধানী সানায় গেছেন।

সৌদি আরব শনিবার ১৩ জন হুতি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। হুতি বিদ্রোহীদের এক মুখপাত্র এই তথ্য দিয়েছেন বলে জানায় আল-জাজিরা।

হুতি কর্মকর্তা আবদুল-কাদের আল-মুর্তজা টুইটারে বলেন, মুক্তি পাওয়া ১৩ জন হুতি বন্দী সানায় এসেছেন। হুতিরা আগে এক সৌদি বন্দীকে মুক্তি দেয়।

এর বিনিময়ে ১৩ হুতি বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে সৌদি। তবে হুতি বিদ্রোহীরা কবে সৌদির বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে, তা উল্লেখ করেননি আবদুল-কাদের। এ বিষয়ে সৌদি সরকারের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আল-জাজিরার খবরে বলা হয়, বড় ধরনের বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে। এই সমঝোতা পুরোপুরি বাস্তবায়নের আগে ১৩ জন হুতি বন্দীকে মুক্তি দিল সৌদি।

২০১৪ সাল থেকে ইয়েমেনে সংঘাত চলছে। ২০১৫ সালে এই সংঘাতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। তাদের অবস্থান হুতিদের বিরুদ্ধে।

নাইজেরিয়ার বেনু রাজ্যে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত ৭৪

মাইদুগুরি, ৯ এপ্রিল (রয়টার্স) ঃ নাইজেরিয়ার বেনু রাজ্যে বন্দুকধারীদের দুটি আলাদা হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৭৪ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার স্থানীয় কর্মকর্তা ও পুলিস সদস্যরা বলেছেন, গত বুধ থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলের বেনু রাজ্যে রাখাল ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা খুবই পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওই এলাকায় সহিংসতা বেড়েছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক জমিতে কৃষিকাজ করতে হচ্ছে। এতে গবাদিপশুর পাল চড়ে বেড়ানোর জন্য খোলা জায়গার পরিমাণ কমে যাওয়ায় রাখালেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

বেনুর রাজ্য পুলিসের মুখপাত্র ক্যাথেরিন আনেনে বলেন, মাগবান এলাকায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জন্য স্থাপিত একটি আশ্রয়শিবির থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৮ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কী কারণে হামলা চালানো হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, বন্দুকধারীরা এসেই গুলি করা শুরু করে এবং কয়েকজনকে হত্যা করে।

এর আগে গত বুধবার একই রাজ্যের ওতুকপো স্থানীয় সরকার এলাকার দুর্গম গ্রাম উমোগিদিতে এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান চলার সময় সন্দেহভাজন রাখালদের হামলায় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী নিহত হন। ওতুকপোর চেয়ারম্যান বাকো ইজে রয়টার্সকে এসব কথা বলেছেন।

বেনু রাজ্যের গভর্নরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা পল হেম্বা বলেছেন, বুধবারের হামলার পর ৪৬টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার এক বিবৃতিতে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদু বুহারি বেনু রাজ্যে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি ঘটনাস্থলগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বেনু রাজ্যে যেমন হামলা হলো, নাইজেরিয়ার দুর্গম গ্রামগুলোতে এমন ঘটনা হরহামেশাই ঘটে।

তবে সেগুলো সম্পর্কে কমই জানা যায়। কারণ, এসব অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি তেমন থাকে না। স্থানীয় মানুষ হামলার ঘটনা জানালে অনেক পরে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিত হয়।

মধ্যাঞ্চলের বেনু রাজ্যে উত্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের এলাকা। আর দক্ষিণে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টানেরা। জমির মালিকানা নিয়ে এখানে দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ ঘটনা। সেখানে রাখালদের সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত কিংবা ধর্মীয় সংঘাতে রূপ নেয়।

এদিকে জামফারা রাজ্যের বাসিন্দারা শনিবার বলেছেন, বন্দুকধারীরা সেখানকার অন্তত ৮০ জন বাসিন্দাকে অপহরণ করেছে।

গোল্ডেন ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করল আমিরাত

আবু ধাবি, ৯ এপ্রিল ঃ গোল্ডেন ভিসা প্রক্রিয়া এবার আরও সহজ করল সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর ফলে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার পথটা আগের চেয়ে সহজ হবে বলেও মনে করছে দেশটি। প্রথমে ছয় মাসের জন্য দেওয়া হবে এ ভিসা। ছয় মাসের এন্ট্রি পারমিট থেকেই মূলত ১০ বছরের গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে দেশটি। ছয় মাসের এন্ট্রি পারমিট ইস্যু করার জন্য বেশ কিছু নথির প্রয়োজন হবে। নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, শনাক্তকরণের জন্য একটি রঙিন ছবি এবং গোল্ডেন ভিসার জন্য যোগ্যতার প্রমাণপত্র।

যাঁরা ১০ বছরের গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করেছেন বা করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত এন্ট্রি পারমিট ফি নতুন করে নির্ধারণ করেছে। *ফটো ঃ টুইটার থেকে নেওয়া*

যাঁরা ১০ বছরের গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করেছেন বা করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত এন্ট্রি পারমিট ফি নতুন করে নির্ধারণ করেছে।

যাঁরা গোল্ডেন ভিসা পেতে এন্ট্রি পারমিটের জন্য আবেদন করবেন, তাদের স্পনসরকৃত ব্যক্তির পাসপোর্ট, একটি রঙিন ছবি, গোল্ডেন ভিসার জন্য যোগ্যতার প্রমাণসহ বেশ কিছু তথ্য দিতে হবে। আরবি দৈনিক আল খালিজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছয় মাসের ভিসা পারমিটের জন্য এখন থেকে ১ হাজার ২৫০ দিরহাম দিতে হবে। ওই ফির সঙ্গে ইস্যু চার্জ হিসেবে ১ হাজার দিরহাম, আবেদনের জন্য ১০০ দিরহাম, স্মার্ট পরিষেবার জন্য ১০০ দিরহাম, ই-পরিষেবার জন্য ২৮ দিরহাম এবং ফেডারেল অথরিটি ফি ও আল খালিজের জন্য ২২ দিরহাম যোগ হবে। ফেডারেল অথরিটি ফর আইডেনটিটি, সিটিজেনশিপ, কাস্টমস অ্যান্ড পোর্ট সিকিউরিটি (আইসিপি) এ ফি নির্ধারণ করেছে।

দেশটিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গোল্ডেন ভিসা দেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে মেধাবী, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, সরকারি বিনিয়োগে বিনিয়োগকারী, আবাসন খাতে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, উচ্চমাধ্যমিকের শীর্ষস্থানীয় অর্জনকারী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, দেশের বাইরের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের শ্রমিকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কূটনৈতিক দূতাবাস চালুর ব্যাপারে আলোচনা করতে ইরানে সৌদি কর্মকর্তারা

সৌদি প্রতিনিধিদল ইরানে পৌঁছেছে। *ফটো ঃ টুইটার থেকে সংগৃহীত*

তেহরান, ৯ এপ্রিল (রয়টার্স) ঃ ইরানে নতুন করে দূতাবাস খোলার ব্যাপারে আলোচনা করতে সৌদি কর্মকর্তারা তেহরানে পৌঁছেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে এ দুই আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে চিনের মধ্যস্থতায় হওয়া চুক্তির আওতায় তেহরানে দূতাবাস ও মাশহাদে কনস্যুলেট খোলা নিয়ে আলোচনা হবে। শনিবার সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে।

কয়েক বছরের বৈরিতা শেষে গত মার্চে ইরান ও সৌদি আরব তাদের কূটনৈতিক দূরত্ব ঘোচানোর ব্যাপারে সম্মত হয়।

দুই দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক দূতাবাসগুলো নতুন করে চালুর ব্যাপারে সমঝোতা হয়। চিনের বেইজিংয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠকে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং-এর সহায়তায় চুক্তিটি হয়েছিল। এরপর দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরাও চিনের রাজধানী বেইজিংয়ে বৈঠক করেছেন।

২০১৬ সালে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়।

সে বছর শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা নিমর আল-নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সৌদি আরব।

এ ঘটনার প্রতিবাদে তেহরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে হামলা চালান ইরানের বিক্ষোভকারীরা। এর জেরে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে সৌদি আরব।

এ ছাড়া দুই আঞ্চলিক শক্তির মধ্যকার এ উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন সংঘাতকে উসকে দিয়েছে।

আট বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইয়েমেন যুদ্ধে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে রয়েছে ইরান ও সৌদি আরব।

ইয়েমেন সরকারের পক্ষে রয়েছে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। তাদের বিরুদ্ধে লড়ছে ইরান-সমর্থিত হুতি যোদ্ধারা।

১৩৮ বছর পর পরিবারে এল কন্যাশিশু

মিশিগান, ৯ এপ্রিল ঃ সন্তানের জন্ম মানেই মা-বাবার কাছে অপার সুখানুভূতি। তাঁদের এই সুখ ছুঁয়ে যায় পরিবারের অন্য সদস্যসহ স্বজন-প্রতিবেশীদেরও। যুক্তরাষ্ট্রের এক দম্পতির কোলজুড়ে আসা কন্যাসন্তান সবাইকে ভাসাচ্ছে যেন সুখের সাগরে! কেননা, ১৩৮ বছরের মধ্যে পরিবারটিতে এই প্রথম জন্ম হলো কোনো কন্যাশিশুর।

অ্যান্ড্রু ক্লার্ক ও ক্যারোলিন ক্লার্ক দম্পতির বসবাস যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে। গত ১৭ মার্চ ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ক্যারোলিন। তার নাম রাখা হয়েছে অড্রে ক্লার্ক।

সন্তান কোলে সেই দম্পতি। *ফটো ঃ ভিডিও থেকে*

অ্যান্ড্রু ও ক্যারোলিনের পরিচয় এক দশকের বেশি সময় আগে। সে সময় ক্যারোলিন জানতে পারেন, ১৮৮৫ সালের পর থেকে অ্যান্ড্রুর পরিবারে কোনো কন্যাসন্তানের জন্ম হয়নি। বিষয়টি চমকে দিয়েছিল ক্যারোলিনকে। অবাক হয়ে তিনি অ্যান্ড্রুকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কী বলতে চাও?

এরপর বিয়ে হয় দুজনের। ঘর আলো করে আসে প্রথম সন্তান। সেটি ছেলেসন্তান। নাম রাখা হয় ক্যামেরন। তার বয়স এখন চার বছর। এরপরের দিনগুলো বেশ কষ্টে কেটেছে এই দম্পতির। পরপর দুইবার গর্ভপাত হয় ক্যারোলিনের। তবে আশা ছাড়েননি তাঁরা। সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে সন্তান জন্ম দেওয়ার আশায় তাঁরা প্রার্থনা করেন। সন্তান ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, তা নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা ছিল না তাঁদের।

গুড মর্নিং আমেরিকা নামে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাকারে অ্যান্ড্রু জানান, ১৩৮ বছর পর পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর মা-বাবাও।

সাক্ষাৎকারে ক্যারোলিন বলেন, গর্ভধারণ করায় আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। প্রার্থনা করছিলাম যেন গর্ভকালে সুস্থ থাকতে পারি এবং সন্তান সুস্থ হয়।

পরে অ্যান্ড্রু ও তাঁর পরিবার জানতে পারেন, কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছেন ক্যারোলিন। খবরটি শুনে পরিবারের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। সেদিনের অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় এক টেলিভিশন চ্যানেলকে ক্যারোলিন বলেন, এটা কারও বিশ্বাস হচ্ছিল না! সবাই খুশিতে চিকার ও লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল।

৭০২ গোল, মাইলস্টোন মেসির ভাঙলেন রোনাল্ডোর রেকর্ডও

প্যারিস, ৯ এপ্রিল ঃ দলবদলের জল্পনার মাঝেই ফের প্যারিস সাঁ জাঁর জার্সিতে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিলেন লিওনেল মেসি। শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে নাইসের বিরুদ্ধে গোল করেই নয়া রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। ভাঙলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নজিরও।

তা কী নজির গড়লেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক? আসলে শনিবার নাইসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জেতে পিএসজি। যেখানে একটি নিজে করেন এবং অন্যটি করান মেসি। আর সেই গোলটি করতেই ক্লাব কেরিয়ারের হাজারতম গোলের মালিক হয়ে যান এলএম টেন। স্প্যানিস তারকা সের্জিও র‍্যামোসের সঙ্গে এক আসনে বসেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডোকেও এদিন পিছনে ফেলে দেন মেসি। কীভাবে? ইউরোপের ক্লাবের হয়ে মোট ৭০২টি গোলের পাশে জ্বলজ্বল করছে মেসির নাম। সেখানে রোনাল্ডোর সংগ্রহ ৭০১। প্রসঙ্গত, আপাতত ইউরোপের ক্লাবে খেলেন না রোনাল্ডো। সৌদির ক্লাব আল নাসেরেস হয়ে যদিও দারুণ ফর্মেই রয়েছেন তিনি। তবে ইউরোপে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সৌজন্যে সিআর সেভেনকে টপকে গেলেন মেসি। তাঁর ৭০২টি গোলের মধ্যে ৬৭২টিই বার্সেলোনার জার্সিতে। ক্যাটালান ক্লাবের হয়ে ৭৭৮টি ম্যাচ খেলে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। আর দেখতে দেখতে পিএসজির হয়েও ৩০টি গোল হয়ে গেল তাঁর। ২০১২ সালে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে ৯১টি গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন এলএম টেন। শুধু তাই নয়, ২৯৮টি গোলের নেপথ্যেও রয়েছে মেসির পা। কোথায় থামবেন তিনি, জানা নেই। তবে এভাবেই অপ্রতিরোধ্য মেসি ম্যাজিক দেখে যেতে চান সমর্থকরা।

পিএসজির হয়ে নজির গড়লেও এই ক্লাবে মেসি কত দিন রয়েছেন তা নিয়ে জল্পনা বেড়েই চলেছে। পিএসজির সঙ্গে জুন মাস পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে মেসির। ক্লাবের নতুন চুক্তিতে এখনও সই করেননি তিনি। পিএসজি চাইছে, বেতন কমিয়ে ক্লাবেই থাকুন লিয়ো। কিন্তু বেতন কমাতে তৈরি নন তিনি। এই পরিস্থিতিতে মেজর সকার লিগের একাধিক ক্লাব ও সৌদি আরবের আল হিলাল মেসিকে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। সেই সব ক্লাবের সঙ্গে কথা বলছেন মেসির বাবা ও এজেন্ট জর্জে।

ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের কাছে ২-৩ হারল রিয়াল মাদ্রিদ, শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে বার্সা

মাদ্রিদ, ৯ এপ্রিল ঃ বার্সেলোনার ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে স্বাগতিকদের ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করার তিন দিনের মাথায় বড় হোঁচট খেলো রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সার সঙ্গে জয়ের সুখস্মৃতি নিয়েই লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার ঘরের মাঠে স্প্যানিশ লা লিগায় মুদ্রার উল্টো পিঠও দেখলো কার্লো আনচেলত্তির দল। চুকুওয়ের জোড়া গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে ভিয়ারিয়াল। এই হারের মধ্য দিয়ে গত বছরের মার্চের পর বার্সার সঙ্গে হারের পর বার্নাব্যুতে লা লিগায় প্রায় ১৩ মাস পর হারল রিয়াল। ভিয়ারিয়ালের কাছে পরাজিত হয়ে শিরোপা জয়ের দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে শিরোপার লড়াই-এ অনেকটা এগিয়ে গেল বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে বিধ্বস্ত হল রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল মাদ্রিদ হারতেই লা লিগার শিরোপা অনেকটা বার্সেলোনার হাতেই তুলে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যদিও এই ম্যাচে জিতলেও তেমন একটা পরিবর্তন হত না বলেই মনে করা হচ্ছে। বার্সেলোনা এখন শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আক্রমণাত্মক ফুটবলের রোমাঞ্চ উপহার দেয় দুই দল। রিয়ালের জন্য ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ভালোই হয়।

শনিবার লা লিগার খেলায় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে পরাজিত হয় স্বাগতিক রিয়াল মাদ্রিদ। ভিয়ারিয়ালের পক্ষে স্যামুয়েল চুকুওয়ে দুইটি ও হোসে লুইস মোয়ারেস একটি গোল করলেন।

শীর্ষে ভারত! অস্ট্রেলিয়াকে ২২১ কোটি টাকায় হারাল বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ বিশ্বের যে দেশগুলি ক্রিকেট খেলে তাদের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআইয়ের ভাঁড়ারে যে পরিমাণ টাকা রয়েছে তা বিশ্বের বেশ কয়েকটি বোর্ডের মিলিত অর্থের থেকেও বেশি। বিশ্বের সব থেকে ধনী ১০টি ক্রিকেট বোর্ডের তালিকায় কারা রয়েছে?

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ঃ তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিসিসিআই। ২০২৩ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হাতে থাকা অর্থের পরিমাণ ১৬,৩৬৮ কোটি টাকা। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতা থেকে ভাল আয় করে বিসিসিআই। সেই কারণে এই বোর্ডের হাতে থাকা টাকার পরিমাণ এত বেশি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড ঃ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৩ সালে এই বোর্ডের হাতে থাকা অর্থের পরিমাণ ৬৪৬ কোটি চাকা।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলশ ক্রিকেট বোর্ড ঃ ইংল্যান্ড ও ওয়েলশ ক্রিকেট বোর্ডের হাতে থাকা অর্থের পরিমাণ ৪৮২ কোটি টাকা। তালিকায় ৩ নম্বরে রয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ক্রিকেট বোর্ড।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ঃ দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য নয়। তালিকায় চার নম্বরে রয়েছে বাবর আজমদের ক্রিকেট বোর্ড। তাদের হাতে রয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঃ পাকিস্তানের ঠিক নীচেই রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের মতো প্রতিযোগিতার ফলে শাকিব আল হাসানদের কোষাগারে অনেক টাকা ঢুকেছে। ২০২৩ সালে বিসিবির হাতে রয়েছে ৪১৭ কোটি টাকা।

জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড ঃ ক্রিকেটীয় ধারেভারে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও টাকার বিচারে খুব পিছনে নেই তারা। সিকন্দর রাজাদের ক্রিকেট বোর্ডের হাতে রয়েছে ৩১০ কোটি টাকা।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড ঃ বিশ্বকাপের বিচারে বিশ্বের সব থেকে সফল ক্রিকেট বোর্ড হলেও তাদের হাতে টাকা কিন্তু খুব বেশি নেই। ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের ভাঁড়ারে রয়েছে ১৯৬ কোটি টাকা।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ঃ তাদের দেশের আর্থিক পরিস্থিতিও খুব ভাল নয়। বোর্ডের হাতে থাকা টাকার হিসাবেও অনেকটা পিছনে তারা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কোষাগারে রয়েছে ১৩০ কোটি টাকা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড ঃ আর্থিক কারণে মাঝেমধ্যেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিবাদে জড়ায় এই বোর্ড। দেশের হয়ে খেলে পর্যাপ্ত টাকা না মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলে বেড়ান এই দেশের ক্রিকেটাররা। আন্দ্রে রাসেলদের বোর্ডের হাতে রয়েছে ১২২ কোটি টাকা।

নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ঃ বিশ্বের অনেক সেরা ক্রিকেটার বেরিয়ে এসেছে এই দেশ থেকে। কিন্তু পর্যাপ্ত টাকা কি তাঁরা পান? এই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের হাতে রয়েছে মাত্র ৭৫ কোটি টাকা। অর্থের বিচারে ১০ নম্বরে রয়েছে কেন উইলিয়ামসনদের ক্রিকেট বোর্ড।

প্রতি ম্যাচে বদলে যায় ওয়াংখেড়ের পিচের চরিত্র ঃ জাদেজা

মুম্বাই, ৯ এপ্রিল ঃ আইপিএলের ১৬তম সংস্করণে নিজেদের দ্বিতীত্র ম্যাচেও হারের মুখ দেখতে হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে। প্রথম ম্যাচের মতন দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যাটিং ব্যর্থতা পিছু ছাড়ল না তাদের। দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা সহ কার্যত গোটা টপ অর্ডার ব্যাটিং এ দিনও ব্যর্থ হল। একমাত্র ওপেনার ইশান কিষাণ ২১ বলে ৩২ রান করে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেন টপ অর্ডারে। বাকিরা ওই 'আয়ারাম গয়ারাম'। ফলস্বরূপ মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতল চেন্নাই সুপার কিংস দল।

চেন্নাইয়ের জয়ের অন্যতম কারিগর তাদের ভারতীয় অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি ৩ উইকেট নেন। মিচেল স্যান্টনার নেন ২ উইকেট। জয়ের পর ডাজ্‌ডুর অকপট স্বীকারোক্তি, ওয়াংখেড়ের উইকেটে বল স্পিন করছিল। আমি আর মিচ (মিচেল স্যান্টনার) উইকেটের মধ্যে ভালো লেন্থে বল করার সিদ্ধান্ত নিই।

রবীন্দ্র জাদেজা বলেছেন, প্রতিটা ম্যাচেই ওয়াংখেড়ের পিচের চরিত্র বদলে যায়। সেই মতোই আমরা ছক কষে বল করেছি। আমরা যখন বোলিং করছিলাম, তখন কিছু কিছু বল স্পিন করছিল। ফলে আমি আর মিচ (মিচেল স্যান্টনার) উইকেটে ভালো জায়গায় বল করার সিদ্ধান্ত নিই। এর প্রধান কারণ হল, ওদের (মুম্বাইয়ের) একাধিক পাওয়ার হিটার রয়েছে। এখানে (ওয়াংখেড়েতে) যত বার খেলতে এসেছি, তত বার উইকেট ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করেছে। কখনও একেবারে পাটা উইকেট, আবার কখনও উইকেটে বল থমকে থমকে এসেছে।

স্যান্টনারের সঙ্গে তাঁর বোলিং পার্টনারশিপ নিয়ে জাদেজা জানান, আমরা বোলিং নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করি। আমাদের মধ্যে সেই দিন যে-ই বোলিং করা শুরু করুক না কেন সে অন্য জনকে উপদেশ দেয় ঠিক কোন লেন্থে এই উইকেটে বল করা উচিত। আমরা সর্বক্ষণ আলোচনা করতেই থাকি। একে অপরকে উপদেশ আমরা দিয়েই থাকি।

প্রসঙ্গত, এ দিন মুম্বাই প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আট উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান তোলে। ইশান কিষাণ (৩২), টিম ডেভিড (৩১) এবং তিলক বর্মা (২২) ছাড়া আর বলার মতন রান পাননি কেউ। জাদেজা ২০ রান দিয়ে তিনটি উইকেট এবং স্যান্টনার ২৮ রান দিয়ে দু'টি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে একদা ভারতীয় টেস্ট দলের হয়ে নিয়মিত খেলা অজিঙ্কা রাহানের ২৭ বলে ৬১ রানের মারকাটারি ইনিংসে ভর করে ৭ উইকেট হাতে নিয়ে ১১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জয় নিশ্চিত করে চেন্নাই। রাহানেকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

বাকি সিনিয়রদের মতো নিজেও দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ, হেরে স্বীকার রোহিতের

মুম্বাই, ৯ এপ্রিল ঃ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দল। আইপিএলের ইতিহাসে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সাফল্যের ক্ষেত্রে যে হার্দিক পান্ডিয়া, কায়রন পোলার্ডরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা দলে নেই। তাঁদের জায়গায় একাধিক তরুণ দলে সুযোগ পেয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে সিনিয়র ব্যাটার হিসেবে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবদের যে দায়িত্বটা পালন করার দরকার ছিল, সেটা তাঁরা করতে পারছেন না। তার জেরে আইপিএলের প্রথম দুটি ম্যাচেই হারতে হয়েছে মুম্বাইকে। যে বিষয়টি স্বীকার করে নিতে কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ করলেন না মুম্বাইয়ের অধিনায়ক রোহিত। তিনি জানালেন, ব্যাট হাতে সিনিয়রদের নড়েচড়ে বসতে হবে। যে কাজটা তাঁকেই প্রথমে করতে হবে বলে জানালেন রোহিত।

শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সাত উইকেটে হারের পর রোহিত বলেন, সিনিয়র খেলোয়াড়ের এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই সেটা আমায় দিয়ে শুরু করতে হবে। আমরা আইপিএলের খেলার ধরন জানি। যখন টুর্নামেন্ট শুরু হয়, তখন নিজেদের কিছুটা ছন্দ পেতে হয়। নাহলে পুরো বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। আমরা সেই ছন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এখন স্রেফ দুটি ম্যাচ হয়েছে। সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু আপনি যেমনটা বললেন (সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ প্রশ্ন করেন রোহিতকে), সেরকম করতে হবে। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের এগিয়ে আসতে হবে।

শনিবার ওয়াংখেড়েটা শুরুটা খারাপ হয়নি মুম্বাইয়ের। নিজেও প্রথম থেকে চালিয়ে খেলছিলেন রোহিত। প্রথম ছয় ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ৬১ রান তুলে ফেলেছিল মুম্বই। কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনি স্পিনার আনতেই হাসফাঁস করতে থাকেন মুম্বাইয়ের ব্যাটাররা। পরপর উইকেট পড়তে থাকে। রোহিত পাওয়ার প্লে'তেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন। মিচেল স্যান্টনারের বলে সূর্যকুমার একেবারে বাজেভাবে আউট হন। কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন তরুণ তিলক বর্মা, টিম ডেভিডরা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে ১৫৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি মুম্বাই। যে রানটা ১১ বল বাকি থাকতেই তুলে নেয় চেন্নাই। যে ঘটনা মুম্বাইয়ের প্রথম ম্যাচেও হয়েছিল। ডুবিয়েছিলেন সিনিয়র ক্রিকেটাররা।

পরিস্থিতিতে শনিবার রোহিত বলেন, আমরা অনেক কিছু জিনিস শুধরে নিতে চাই। আমরা যে বিষয়গুলি নিয়ে ড্রেসিংরুমে আলোচনা করেছি, সেগুলি মাঠে কাজে লাগাতে পারছি না। সেইসব বিষয়গুলি আমাদের ঠিক করতে হবে। তারইমধ্যে নিজেকে কিছুটা আশার আলো দেখানোর চেষ্টা করে রোহিত বলেন, এই দুটি ম্যাচ এখন হয়ে গিয়েছে। এটার ফলাফল আমরা পালটাতে পারব না। আমাদের শিখতে হবে এবং মাঠে বিভিন্ন জিনিস কার্যকর করার ক্ষেত্রে সাহসী হতে হবে।

রোহিতদের হারিয়ে পয়েন্ট টেবলে উন্নতি মাহির চেন্নাইয়ের

চেন্নাই, ৯ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চলাকালীন ক্রিকেটপ্রেমীরা বিশেষ নজর রাখে পয়েন্ট টেবলের দিকে। ৪ বছর পর হোম-অ্যাওয়ে ফর্ম্যাটে ফিরেছে আইপিএল। আর আইপিএলের সময় ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে খেলার একটা আলাদাই অভিজ্ঞতা হয় ক্রিকেটারদের। প্রায় সব ম্যাচেই কাঁটায় কাঁটায় টক্কর চলছে ব্যাটারদের। একইসঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হচ্ছে বোলারদের। এখনও অবধি আইপিএল-১৬-র গ্রুপ পর্বের ১২টি ম্যাচ হয়েছে। শনিবার ছিল ডাবল হেডার। তারপর পয়েন্ট টেবলে উন্নতি করেছে সিএসকে। লিগ শীর্ষে আপাতত রাজস্থান।

আইপিএলের ১২টি ম্যাচের নিরিখে পয়েন্ট টেবলের কোন জায়গায় রয়েছে কোন দল

১. এখনও পর্যন্ত হওয়া এ বারের ১২টি ম্যাচের পর লিগ টেবলের শীর্ষে উঠে এসেছে সঞ্জু স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালস। শনি-বিকেলে দিল্লিকে ৫৭ রানে হারিয়েছে রাজস্থান। এখনও অবধি চলতি আইপিএলে ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জিতেছে ও ১টি হেরেছেন চাহালরা। রাজস্থানের নেট রান রেট ২.০৬৭। পিঙ্ক আর্মির মোট অর্জিত পয়েন্ট ৪।

২. পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রাজস্থান পৌঁছে যাওয়ায় ২ নম্বরে নেমে গিয়েছে লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টস। এখনও অবধি ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জয় ও ১টিতে হারের পর লিগ টেবলের ফাস্ট বয় হয়েছে সুপার জায়ান্টস। লখনউয়ের নেট রান রেট ১.৩৫৮। ক্রুশাল পান্ডিয়াদের ঝুলিতে রয়েছে ৪ পয়েন্ট।

গত বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স চলতি আইপিএলে ২টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জিতেছেন। আজ হার্দিকদের লড়াই কেকেআরের সঙ্গে। আপাতত টাইটান্সদের নেট রান রেট ০.৭০০। ৪ পয়েন্ট রয়েছে টাইটান্সদের।

৪. মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে শনি-রাতে ওয়াংখেড়েতে ৭ উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবলের ৪ নম্বরে উঠে এসেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। এখনও অবধি ১৬তম আইপিএলে ৩টি ম্যাচে খেলে ২টি জয় ও ১টি হারের পর আপাতত সিএসকের অর্জিত পয়েন্ট ৪। নেট রান রেট ০.৩৫৬।

৫. পয়েন্ট টেবলের তিন নম্বর থেকে ৫ নম্বরে নেমে গিয়েছে শিখর ধাওয়ানের পাঞ্জাব কিংস। এ বারের আইপিএলে পাঞ্জাব তাদের প্রথম ম্যাচে কেকেআরকে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানকে হারিয়েছিল। ফলে প্রীতির পাঞ্জাবেরও প্রাপ্ত পয়েন্ট চার। নেট রান রেট ০.৩৩৩। আজ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে পাঞ্জাবের।

৬. মাহির সিএসকে লিগ টেবলের শীর্ষে ওঠায় চার থেকে ছয় নম্বরে নেমে গিয়েছে নীতীশ রানার কলকাতা নাইট রাইডার্স। গ্রুপ পর্বে এখনও অবধি ২টি ম্যাচে খেলে ১টিতে জয় ও ১টিতে হেরেছে কেকেআর। নাইটদের নেট রান রেট ২.০৫৬।

৭. গ্রুপ পর্বে এখনও অবধি ২টি ম্যাচে খেলে, ১টি জয় ও ১টি হারের পর লিগ টেবলের সাত নম্বরে নেমে গিয়েছে ফাফ দু'প্লেসির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আরসিবির নেট রান রেট -১.২৫৬। বিরাটদের মোট পয়েন্ট ২।

৮. রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আপাতত লিগ টেবলের ৮ নম্বরে রয়েছে মুম্বাই। চলতি আইপিএলে আপাতত ২টো ম্যাচে খেলে ২টোতেই হেরেছেন সূর্যকুমার যাদবরা। মুম্বাইয়ের নেট রান রেট -১.৩৯৪।

৯. পয়েন্ট টেবলের ৯ নম্বরে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি ৩টি ম্যাচে খেলেছে দিল্লি। তাতে হারের হ্যাটট্রিক করল ডেভিড ওয়ার্নারের দল। দিল্লির নেট রান রেট -২.০৯২।

১০. আপাতত পয়েন্ট টেবলের লাস্ট বয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নেতা বদল হলেও হায়দরাবাদের ভাগ্য বদলাল না। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি ২টি ম্যাচে খেলে ২টিতেই হেরেছে অরেঞ্জ আর্মি। হায়দরাবাদের নেট রান রেট -২.৮৬৭। আজ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে হায়দরাবাদের।

বড় জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ এপ্রিল ঃ চোটের কারণে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন মাঠের বাইরে। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফিরেই শুরু হয়ে গেল আর্লিং হালান্ডের গোলের ঝড়। সাদাম্পটনকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেতাবি লড়াইয়ে চাপ বাড়াল আর্সেনালের। নরওয়ের তারকা করলেন জোড়া গোল। নিজের দ্বিতীয় গোল করলেন জ্যাক গ্রিলিশের সেন্টার থেকে বাইসাইকেল ভলিতে। ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরেই রইল ম্যান সিটি।

এ দিন প্রথম ম্যাচে স্কট ম্যাকটমিনে-অ্যান্টনি মার্শিয়াল যুগলবন্দিতে এভার্টনকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবলে চতুর্থ স্থানে উঠে এল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সেই সঙ্গে নতুন নজিরও গড়লেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা। প্রথমার্ধে বিপক্ষের গোলে ২১টি শট নেন তাঁরা। ইপিএলে এক ম্যাচে প্রথমার্ধে ২০০৩-'০৪ মরসুমের পরে প্রথমবার এতগুলি শট নিলেন ম্যান ইউয়ের ফুটবলাররা। তবে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড দায়িত্ব নিয়েও চেলসিতে সুদিন ফেরাতে পারলেন না। উলভসের কাছে ০-১ গোলে হারল তাঁর দল।

ট্র্যাফোর্ড ম্যাচের শুরু থেকেই এভার্টনের বিরুদ্ধে আধিপত্য ছিল ম্যান ইউয়ের। ৩৬ মিনিটে জেডন স্যাঞ্চোর পাস থেকে গোল করেন ম্যাকটমিনে। ৭১ মিনিটে র‍্যাশফোর্ডের পাস থেকে ২-০ করেন মার্শিয়াল। এই জয়ের ফলে ২৯ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট অর্জন করে টেবলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে ম্যান ইউ।

ঘরের মাঠে ব্রাইটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইপিএল টেবলে প্রথম ছয় দলের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল টটেনহ্যাম হটস্পার। ১০ মিনিটে ইপিএলে নিজের ২৬০তম ম্যাচে ১০০ গোল করলেন সন হিউন মিং। ৩৪ মিনিটে ১-১ করেন লিউস ডাঙ্ক। ৭৯ মিনিটে হ্যারি কেন জয়সূচক গোল করেন। ৩০ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে টটেনহ্যাম।

আর্সেনাল ঃ ২০১২ সালের পর থেকে অ্যানফিল্ডে কখনও লিভারপুলকে হারাতে পারেনি আর্সেনাল। রবিবার ছবিটা বদলাতে মরিয়া মিকেল আর্তেতা। বলেছেন, গত কয়েক দিন ধরে এই তথ্যটাই ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করেছে। রবিবারের দ্বৈরথ দু'দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। জিতলে খেতাব জয়ের পথে এগিয়ে যাবেন গ্যাব্রিয়েল জেসুসরা। প্রথম ছয় দলের মধ্যে থাকতে হলে আবার জেতা ছাড়া পথ নেই লিভারপুলের সামনে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66